ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

ভূমিকা

হাজার বছরের ঐতিহ্যে লালিত এ বাংলাদেশ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির দেশ। বাংলাদেশ সংবিধানের ৪১(১) এর 'ক' নম্বর অনুচ্ছেদে উল্লেখ করা হয়েছে ''প্রত্যেক নাগরিকের যে কোন ধর্ম অবলম্বন, পালন বা প্রচারের অধিকার রহিয়াছে''। এ মূলমন্ত্রকে সামনে রেখে ধর্মীয় জনগোষ্ঠীর উন্নয়ন নিশ্চিতকল্পে ধর্মীয় সংস্কৃতির বিকাশ সাধন, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সৌহার্দ্য ভ্রাতৃত্ববোধ ও মূলবোধ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য বর্তামন সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর সকল ধর্মাবলম্বীর সমউন্নয়ন নিশ্চিত করে একটি অসাম্প্রদায়িক সুখী সমৃদ্ধশালী ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও এর অধীনস্থ বিভিন্ন সংস্থা তথা ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ওয়াকফ প্রশাসকের কার্যালয়, হজ্জ অফিস, ঢাকা, হজ্জ অফিস, মক্কা, হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট, বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট, খ্রিস্টান ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট এ কার্যক্রম সম্পাদনেগুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে।

বর্তমান সরকার ২০০৯ সালের ৬ জানুয়ারি দায়িত্ব গ্রহণের পর ধর্মীয় সম্প্রীতি জোরদার করার মাধ্যমে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীর মধ্যে সামাজিক বন্ধন রচনায় অভূতপূর্ব অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। শান্তি, উন্নয়ন, মানবাধিকার ও ধর্মীয় মূল্যবোধ রক্ষা, জঙ্গীবাদ ও সন্ত্রাসবাদের অবসানসহ ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনে যে অগ্রগতি এ দেশে সাধিত হয়েছে তা সারাবিশ্বে প্রশংসিত হয়েছে। জাতীয় উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় ধর্মীয় নেতৃবৃন্দকে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। নারীর ক্ষমতায়ন ও নারীর প্রতি অসহিষ্ণুতারোধে দেশ ইতোমধ্যে অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করেছে। বিগত সময়ে সন্ত্রাস, দূর্ণীতি, জঙ্গীবাদ, ধর্মীয় মূল্যবোধের অবক্ষয়, মানবাধিকার লংঘন ও নারী নির্যাতনের কারণে বাংলাদেশ সম্পর্কে বহির্বিশ্বে যে নেতিবাচক ধারণার সৃষ্টি হয়েছিল বর্তমান সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক ইতোমধ্যে গৃহীত পদক্ষেপ ধর্মীয় মূল্যবোধকে উজ্জীবিত করার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশকে একটি অসাম্প্রদায়িক, গণতান্ত্রিক ও শান্তিকামী রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছে।

সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ধর্ম বিষয়ক কার্যক্রম প্রথমেশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে শুধু হয়। অতঃপর এ মন্ত্রণালয়ের ক্রীড়া, সংস্কৃতি ও ধর্ম মন্ত্রণালয়ের আওতাভুক্ত ছিল। ২৫ জানুয়ারি, ১৯৮০ সালে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় (Ministry of Religious Affairs) একটি পৃথক মন্ত্রণালয় হিসেবে যাত্রা শুরু করে। বিগত ৮ মার্চ, ১৯৮৪ সালে মন্ত্রণালয়টির নামকরণ করা হয় Ministry of Religious Affairs and Endowment. পরবর্তীতে ১৪ জানুয়ারী, ১৯৮৫ তারিখে উক্ত নাম পরিবর্তন করে পুনরায় মন্ত্রণালয়ের নামকরণ করা হয় Ministry of Religious Affairs তথা ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়।

১৯৮০ সালে কার্যক্রম শুরুর পর হতে স্বতন্ত্র মন্ত্রণালয় হিসেবে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ওয়াকফ প্রশাসকের কার্যালয়, হজ্জ অফিস ঢাকা, হজ্জ অফিস, মক্কা, হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট, বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট, খ্রিস্টান ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট এবং মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন শাখার মাধ্যমে সরকারের ধর্ম বিষয়ক সকল কার্যক্রম পরিচালনাসহ দপ্তরগুলোর কার্যক্রমের মনিটরিং ও সমন্বয় করছে।

ভিশন ও মিশন

ভিশনঃ ধর্মীয় সংস্কৃতির বিকাশ সাধন। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সৌহার্দ্য ভ্রাতৃত্ববোধ, মূল্যবোধ, ধর্মীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ করে মানব সম্পদ উন্নয়নের মাধ্যমে জাতীয় অগ্রগতিতে অবদান নিশ্চিত করণ।

মিশনঃ ধর্মীয় সংস্কৃতির বিকাশের মাধ্যমে জনগণের নৈতিক মান ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন এবং আন্তঃধর্মীয় সম্প্রীতি সুদৃঢ়করণ।

Allocation of Business

Allocation of Business অনুযায়ী ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রধান কার্য াবলীঃ

1. International Organisation and other international programmes in the field of religion.
2. Organisations and participation in national and international meets on religious matters.
3. Development of publications in the field of religion.
4. Charities and charitable institutions pertaining to religion.
5. National bodies relating to religion and grants-in-aid to them.
6. All matters relating to religious organisations/institutions and religious activities.
7. Hajj policy, hajj administration and matters relating to pilgrimages.
8. Waqf.
9. Matters relating to moon-sighting.
10. Matters relating to important religious occasions and celebrations.
11. Matters relating to national and international conferences, consultations, seminars, *etc.*, on religion and religious affairs.
12. Religious delegations from and to foreign countries.
13. Matters relating to Islamic Solidarity Fund.
14. Agreements, understandings, conventions with other countries on religious matters.
15. Matters relating to the establishment of the permanent Camp of the World Assembly Muslim Youth (WAMY).
16. Matter connected with Endowments.
17. Secretariat administration including financial matters.
18. Administration and control of subordinate offices and organisations under this Ministry.
19. Liaison with International Organisations and matters relating to treaties and agreements with other countries and world bodies relating to subjects allotted to this Ministry.
20. All laws on subjects allotted to this Ministry.
21. Inquiries and statistics on any of the subjects allotted to this Ministry.
22. Fees in respect of any of the subjects allotted to this Ministry except fees taken in courts.

Note: Amended *vide* S.R.O No. 231-law/2008-CD-4/5/2008-Rules, Dated 24 July 2008.

সাংগঠনিক কাঠামো

ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রধান নির্ব াহী মন্ত্রীপ্রতিমন্ত্রী। সচিব মন্ত্রণালয়ের প্রধান নির্ব াহী(Chief Executive) ও প্রধান জবাবদিহি (Principal Accounting) কর্ম কর্তা(Officer)। মন্ত্রণালয়ের সাংগঠনিক কাঠামো নিমণরূপঃ

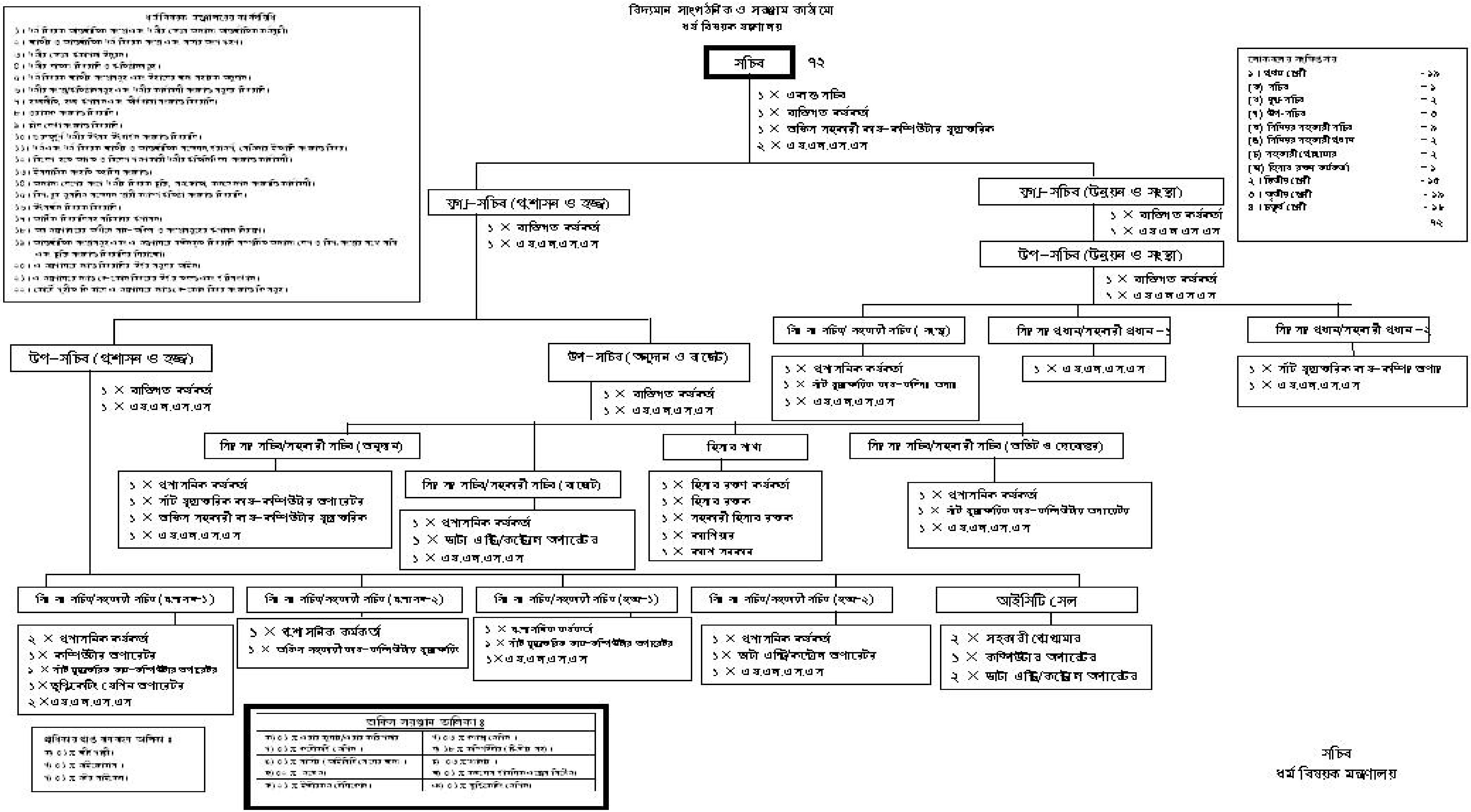

ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রালয়ের জনবল

ক্রমিক নং	পদের নাম	পদের সংখ্যা	বর্তমানে কর্মরত
1.	সচিব	১	১
2.	যুগ্ম-সচিব	২	৪
3.	উপ-সচিব	৩	৪
4.	সিনিয়র সহকারী সচিব/সহকারী সচিব	৮	৬
5.	সিনিয়র সহকারী প্রধান/সহকারী প্রধান	২	১
6.	সচিবের একান্ত সচিব	১	১
7.	সহকারী প্রোগ্রামার	২	২
8.	হিসাব রক্ষণ কর্ম কর্তা	১	১
9.	প্রশাসনিক কর্ম কর্ত	৯	৫
10.	ব্যক্তিগত কর্ম কর্ত	৬	৩
11.	সহকারী হিসাব রক্ষণ কর্ম কর্ত	১	১
12.	কম্পিউটার অপারেটর	২	১
13.	সাঁট মুদ্রাক্ষরিক-কাম-কম্পিউটার অপারেটর	৬	৩
14.	অফিস সহকারী-কাম-কম্পিউটার অপারেটর	৩	২
15.	ডাটা এন্ট্রি/কন্ট্রোল অপারেটর	৩	১
16.	ক্যাশিয়ার	১	১
17.	ডুপ্লেকেটিং মেশিন অপারেটর	১	১
18.	ক্যাশ সরকার	১	১
19.	এমএলএসএস	১৭	১২
	সর্ব মোট	৭০	৫১

কর্ম বন্টন ও কর্ম সম্পাদন

প্রশাসন শাখা

01. মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক বিষয়াদি, কমন সার্ভিস, জাতীয় সংসদ বিষয়ক কার্য াবলী।
02. পত্র গ্রহণ প্রেরণ ইউনিট, প্রটোকল, মন্ত্রীর স্বেচ্ছাধীন তহবিল, ধর্মীয় বিষয়ে মতামত, মন্ত্রীর ভ্রমন ব্যয় সংক্রান্ত ও সমন্বয় সংক্রান্ত সকল কার্য বলী।
03. মন্ত্রণালয়ের ১ম শ্রেণীর হিসাব রক্ষণ কর্ম কর্তাসহ২য়, ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কমচারী নিয়োগ পদোন্নতি।
04. মন্ত্রণালয়ের ২য়, ৩য়, ৪র্থ শ্রেণীর কর্ম কর্তা ও কমচারীদের পেনশনকেস প্রক্রিয়াকরণ ও মঞ্জুর।
05. মৃত ২য়, ৩য়, ৪র্থ শ্রেণীর কর্ম কর্তা ও কমচারীদেরগ্রুপ ইন্সুরেন্স/ভবিষ্য তহবিলে জমাকৃত টাকা প্রদান/আদায়ের ব্যবস্থা গ্রহণ ও ঋণ মওকুফ।
06. ক্যাডার/নন-ক্যাডার ১ম শ্রেণীর কর্ম কর্তাদের পাওনা নিস্পত্তিকরণ।
07. অবসরোত্তমূলক ছুটি (পি.আর.এল) এ যাওয়ার জন্য সকল শ্রেণীর কর্ম কর্তা/কর্ম চারীদের আবেদন পত্রের উপর ব্যবস্থাগ্রহণ পি.আর.এল. এর জন্য না দাবী সনদ প্রদান।
08. কোটাভূক্ত বাসা এ, বি, সি, শ্রেণীর বাসা বরাদ্দ/সময়সীমাবর্ধি তকরণ।
09. সকল শ্রেণীর কর্ম কর্তা/কর্ম চারীদের ব্যক্তিগত যে কোন আবেদন/অভিযোগ নিস্পত্তি।
10. মন্ত্রণালয়ের কর্ম কর্তা/কর্ম চারীদের বিভিন্ন প্রকার অগ্রিম মঞ্জুরী প্রদান।
11. কর্ম কর্তা/কর্ম চারীদের স্বদেশ/বিদেশ প্রশিক্ষণ, উচ্চতর অধ্যয়ন,ওয়ার্কশপ, সেমিনার এবং ব্যক্তিগত কারণে বিদেশ ভ্রমন।
12. কর্ম কর্তা/কর্ম চারী চাকুরী ও শৃঙ্খলা সংক্রান্ত বিষয়াদি।
13. কর্ম কর্তাদের স্বাস্থ্যপরীক্ষা এবং কর্ম কর্তা ও কর্ম চারীদের এসিআরসংক্রান্ত বিষয়াদি।
14. বিভিন্ন জাতীয় দিবস ও ধর্মীয় উৎসব পালন সংক্রান্ত বিষয়াদি।
15. বিদেশী মিশনারীরেদ এম ক্যাটাগরীর ভিসা প্রদান সংক্রান্ত।
16. ধর্মীয় পর্য ায়ে সাধারণ নির্ব াহী আদেশ ছুটি ঘোষণাসংক্রান্ত।
17. কর্ম চারীদের লিভারিজ।
18. উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সময় সময় প্রদত্ত অন্যান্য কার্য াবলী।

অনুদান শাখা

01. মসজিদ, ইসলাম ধর্মীয় সংগঠন, ঈদগাহ/কবরস্থান কর্তৃপক্ষ এবং দুঃস্থ মুসলিমদের নিকট হতে প্রাপ্ত আবেদনের ভিত্তিতে অনুদান প্রদান সংক্রান্ত যাবতীয় কার্য াবলী।
02. হিন্দু মন্দির, শ্মশান কর্তৃপক্ষ এবং দুঃস্থ হিন্দুদের নিকট হতে প্রাপ্ত আবেদনের ভিত্তিতে অনুদান প্রদান সংক্রান্ত যাবতীয় কার্য াবলী।
03. বৌদ্ধ মন্দির, শ্মশান কর্তৃপক্ষের নিকট হতে প্রাপ্ত আবেদনের ভিত্তিতে অনুদান প্রদান সংক্রান্ত যাবতীয় কার্য াবলী।
04. খ্রিস্টান গীর্জা, সেমিট্রি কর্তৃপক্ষের নিকট হতে প্রাপ্ত আবেদনের ভিত্তিতে অনুদান প্রদান সংক্রান্ত যাবতীয় কার্য াবলী।

বাজেট শাখা

01. অর্থ বিভাগ হতে বাজেট প্রাক্কলন প্রাপ্তির পর তথ্য সংগ্রহের জন্য হিসাব শাখা ও অধিনস্থ দপ্তর/সংস্থায় প্রেরণ।
02. মন্ত্রণালয় ও অধীনসত্ম দপ্তর/সংস্থা হতে বাজেট প্রাক্কলনের তথ্য প্রাপ্তির পর একিভুতকরণ ও অর্থ বিভাগে প্রেরণ।
03. বাজেট বিবরণী প্রাপ্তির পর তা মন্ত্রণালয়ে হিসাব শাখা সহ অধীনস্থ দপ্তর/সংস্থায় প্রেরণ।
04. অর্থ বছর শেষে ব্যয়ের হিসাব সমন্বয়ের পর অর্থ বিভাগে প্রেরণ।
05. নিয়মিত আয়ের উৎস বিহীন মসজিদ ও অন্যান্য উপাসনালয়ের ১০০ ইউনিট পর্য সত্ম বিদ্যুৎ এবং পানির বিল প্রদান।
06. ইসলামী ফিকাহ একাডেমীর চাঁদা পরিশোধ।
07. উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সময় সময় প্রদত্ত অন্যান্য কার্য াবলী।

হিসাব শাখা

01. কর্ম কর্তা/কর্ম চারীদের বেতন বিল, ভ্রমন বিল, অনুদানের চেক ইস্যু ও প্রেরণ।
02. হজ্জ টিমের সদস্যদের টিএডিএ ও আনুসঙ্গিক বিল প্রস্ত্ততকরণ ও চেক প্রদান।
03. টেলিফোন বিলের জিও জারী, বিল প্রস্তুত সংক্রান্ত কার্য াবলী, সকল প্রকার ক্রয় সংক্রান্ত বিল প্রস্তুতকরণ।
04. রেজিষ্টারে খরচের হিসাব সংরক্ষণ ও অডিট অফিসের সাথে মিলকরণ।
05. হিসাব সংক্রান্ত অন্যান্য যাবতীয় কাজ।

দেবোত্তর ও অডিট শাখা

01. অডিট আপত্তির ব্রডশীট জবাব প্রেরণ।
02. মন্ত্রণালয় ও এর অধীনস্থ দপ্তর/সংস্থাসমূহের অডিট আপত্তির ত্রি-পক্ষীয় সভা আহবান এবং সুপারিশসমূহ নিষ্পত্তির জন্য সংশ্লিষ্ট অডিট অধিদপ্তরে প্রেরণ।
03. দেবোত্তর সম্পত্তির তথ্য সংগ্রহ এবং প্রচলিত আইন/নিয়ম অনুযায়ী দেবোত্তর সম্পত্তি সংরক্ষণ, ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনা সংক্রান্ত কার্য াবলী।
04. বেহাত হওয়া দেবোত্তর সম্পত্তি উদ্ধার সংক্রান্ত কার্য াবলী।

সংস্থা শাখা

01. ইসলামিক ফাউন্ডেশন এবং ইসলাম ধর্ম সংক্রান্ত যাবতীয় কার্য াবলী।
02. যাকাত বোর্ড এর যাবতীয় কার্য াবলী।
03. ইমাম মুয়াজ্জিন কল্যান ট্রাস্ট এর যাবতীয় কার্য াবলী।
04. ইসলামিক মিশন এর যাবতীয় কার্য াবলী।
05. ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ইসলামিক মিশন, যাকাত বোর্ড এর অর্থ অবমুক্তি।
06. জামিয়াতুল ফালাহ জামে মসজিদ কমপ্লেক্স সংক্রান্ত কার্য াবলী।
07. মিশর আল আযহার বিশ্ববিদ্যালয় সহ অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রবৃত্তি সংক্রান্ত কার্য াবলী।
08. ক্বেরাত প্রতিযোগিতা, ইসলামী সম্মেলন সংস্থা, ফিকাহ একাডেমী ও অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংস্থা সংক্রান্ত কার্য াবলী।
09. খ্রিস্টান ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট সংক্রান্ত কার্য াবলী।
10. হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট সংক্রান্ত কার্য াবলী।
11. ওয়াক্ফ প্রশাসন সংক্রান্ত যাবতীয় কার্য াবলী।
12. মন্ত্রণালয়ের লাইব্রেরী, জাতীয় চাঁদ দেখা কমিটি সংক্রান্ত যাবতীয় কার্য াবলী।

হজ্জ শাখা

01. হজ্জ সূচী প্রণয়ন এবং হজ্জ প্যাকেজ ঘোষণা ও প্রাচার।
02. হজ্জ এজেন্সী ও ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সাথে দ্বি-পাক্ষিক চুক্তি, উমরা জিয়ারত, হজ্জ প্রশাসনিক, হজ্জ প্রতিনিধি টিম গঠন।
03. সহকারী হজ্জ যাত্রীদের জন্য সৌদি আরবে বাড়ীভাড়া কার্য ক্রম।
04. হজ্জ যাত্রীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা পুলিশ ছাড়পত্র ইস্যুকরণ সংক্রান্ত কার্য াবলী।
05. হজ্জ গাইড নিয়োগ, হজ্জ যাত্রী ও হজ্জ গাইডদের প্রশিক্ষণ প্রদান।
06. ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, হজ্জ ক্যাম্প, জেদ্দা মক্কা ও মদিনায় সমন্বয় সেল ও নিয়ন্ত্রণ কক্ষের ঠিকানা, অবস্থান ও টেলিফোন নম্বর, ওয়েবসাইটে প্রচার এবং হজ্জ যাত্রীর নিকট প্রেরণ।
07. সম্ভাব্য বিমানভাড়া নির্ধ ারণ।
08. হজ্জ এজেন্সী, হজ্জ অফিস, ঢাকা, বিমান কর্তৃপক্ষ সমন্বয়ে ত্রি-পক্ষীয় আলোচনাক্রমে হজ্জ ফ্লাইড সিডিউল চূড়ামত্মকরণ।
09. হজ্জ পরবর্তী ফিরতি ও ফ্লাইট, হজ্জ যাত্রীদের হাজী ক্যাম্পে অবস্থান সংক্রান্ত কার্য াবলী।
10. হজ্জ সহায়ক সামগ্রী চিকিৎসা সামগ্রী, কীটব্যাগ, জাতীয় পতাকা, ঔষধপত্র, জার্সি, বেলুন সৌদি আরব প্রেরণ।
11. মৌসুমী সহকারী হজ্জ অফিসার সৌদি আরব প্রেরণ ইত্যাদি।

পরিকল্পনা-১ শাখা

1. বাংলাদেশ ওয়াকফ প্রশাসকের কার্য ালয়, বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট ও খ্রিস্টান ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট কর্তৃক প্রসত্মাবিত প্রকল্প ও কর্ম সূচিসমূহের অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণ, বরাদ্দের বিভাজন ও অর্থ ছাড় এবং মনিটরিংসংক্রান্ত কার্য াবলী।
2. মাসিক এডিপি পর্য ালোচনা সভা সম্পর্কিত কার্য াদি।
3. উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের সমাপ্ত প্রতিবেদন প্রদান সংক্রান্ত কার্য াবলী।
4. প্রধামন্ত্রীর কার্য ালয়, মন্ত্রীপরিষদ বিভাগ, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ ও আইএমইডিসংশ্লিষ্ট রিপোর্ট প্রণয়ন।
5. উন্নয়ন প্রকল্প সম্পর্কিত সকল কাজ।
6. বৈদেশিক সাহায্যে পরিচালিত এনজিও সম্পর্কে মতামত প্রদান।

7. অর্থ নৈতিক সম্পর্ক বিভাগ এবং অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের প্রসত্মাবিত পিডিপিপি/উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের বিষয়ে মতামত প্রদান।
8. বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট ও খ্রিস্টান ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট কর্তৃক প্রসত্মাবিত নতুন/সংশোধিত প্রকল্পসমূহের অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণ, ডিপিইসি সভা আহবান, সারসংক্ষেপ তৈরী, অনুমোদনের প্রশসানিক আদেশ জারী।
9. পঞ্চ-বার্ষি ক পরিকল্পনা, দ্বি-বার্ষি ক পরিকল্পনা, প্রেক্ষিত পরিকল্পনা, পিআরএসপি ইত্যাদি পরিকল্পনা দলিল প্রণয়নের লক্ষ্য পরিকল্পনা-২ শাখার সাথে সমন্বিতভাবে কার্য ক্রম গ্রহণ।
10. মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্য ক্রম(৫ম পর্য ায়) প্রকল্প
11. ইসলামিক মিশন কমপ্লেক্স নির্মাণ(ফতুল্লা, নারায়ণগঞ্জ ও ঝালকাঠি) প্রকল্প।
12. ইসলামী প্রকাশনা কার্য ক্রম প্রকল্প।
13. গোপালগঞ্জ ইসলামিক মিশন স্বাস্থ্যসেবা এবং ইমাম প্রশিক্ষণ কমপ্লেক্স স্থাপন প্রকল্প।

পরিকল্পনা-২ শাখা

1. ইসলামিক ফাউন্ডেশন, হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট, হজ্জ অফিস, মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রসত্মাবিত অননুমোদিত নতুন প্রকল্পসমূহের অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণ এবং প্রশাসনিক আদেশ জারী।
2. অনুমোদিত প্রকল্পসমূহের এডিটি আরএডিপি বরাদ্দের বিভাজন ও অর্থ অবমুক্তিসংক্রান্ত কার্যাবলী।
3. বাস্তবায়ধীন অনুমোদিত প্রকল্পসমূহের জনবল নিয়োগ, বাস্তবায়ন ও স্টিয়ারিং কমিটির সভা আহবান, প্রকল্প বাস্তবায়ন তদারকি এবং প্রকল্প বাস্তবায়ন সংক্রান্ত অন্যান্য কার্য াবলী।
4. বার্ষি ক উন্নয়ন কর্ম সূচি ও সংশোধিত বার্ষি ক উন্নয়ন কর্ম সূচি প্রণয়নসংক্রান্ত কার্য াবলী।
5. ইমাম প্রশিক্ষণ একাডেমীর বরাদ্দের বিভাজন অনুমোদন ও অর্থ অবমুক্তিসংক্রান্ত কার্য াবলী।
6. ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট, হজ্জ অফিস, ইসলামিক ফাউন্ডেশনের কর্ম সূচি প্রক্রিয়াকরণ, অনুমোদন বাস্তবায়ন এবং অর্থ ছাড়সংক্রান্ত কার্য াবলী।
7. পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা, দ্বি-বার্ষি ক পরিকল্পনা, প্রেক্ষিত পরিকল্পনা, পিআরএসপি ইত্যাদি পরিকল্পনা দলিল প্রণয়নের লক্ষ্যে পরিকল্পনা-১ শাখার সাথে সমন্বিতভাবে কার্য ক্রম গ্রহণ।
8. মসজিদ ও ধর্মীয় সংগঠণে বৈদেশিক অনুদান গ্রহণের উপর মতামত প্রদান।
9. মসজিদ পাঠাগার সম্প্রসারণ ও শক্তিশালীকরণ প্রকল্প।
10. মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্য ক্রম(৩য় পর্য ায়) প্রকল্প।
11. ইসলামিক ফাউন্ডেশনের জেলা ভবন নির্মাণ(২য় পর্য ায়) প্রকল্প।
12. আন্দরকিলস্না শাহী জামে মসজিদ প্রকল্প।

মন্ত্রণালয়ের সার্বিক কার্যক্রম

১। হজ্জঃ

ইসলাম ধর্মের পাঁচ মূল স্তম্ভের মধ্যে হজ্জ একটি অন্যতম প্রধান স্তম্ভ। হজ্জ একটি স্পর্শকাতর ধর্মীয় বিষয় যার সাথে ধর্মীয় অনুভূতি জড়িত। এ বিশাল কর্মকান্ড বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পাদন করে থাকে। বর্তমান সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর বিগত পাঁচ বছরে হজ্জ ব্যবস্থাপনায় ব্যাপক গুণগত পরিবর্তন এসেছে। যা দেশে বিদেশে সর্বোপরি প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় প্রশংসিত হয়েছে।

১.১ জাতীয় হজ্জনীতিঃ

২০০৯ সালের জানুয়ারি মাসে বর্তমান সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পরপরই মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রত্যক্ষ দিকনির্দেশনায় ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর তত্বাবধানে সুষ্ঠু হজ্জ ব্যবস্থাপনার বিষয়টি নিশ্চিতকল্পে পাঁচ বছর মেয়াদী জাতীয় হজ্জনীতি ২০১০ খ্রি.-২০১৪ খ্রি. (১৪৩১ হি.-১৪৩৫ হি.) প্রণয়ন করা হয়। যা হজ্জ ব্যবস্থাপনার উন্নয়নে এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ। হজ্জ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে এ হজ্জনীতি একটি সমন্বিত নির্দেশিকা হিসেবে কাজ করছে। সময়ের চাহিদা পূরণকল্পে হজ্জ ব্যবস্থাপনাকে আধুনিক যুগোপযোগী ও প্রযুক্তি নির্ভর কাঠামোর উপর দাঁড় করানোর লক্ষ্যেই এ হজ্জনীতি প্রণয়ন করা হয়েছে। বিগত সময়ের দৃশ্যমান ও অদৃশ্য ত্রুটিসমূহ পর্যবেক্ষণপূর্বক যতদূর সম্ভব ত্রুটিমুক্ত কার্যপরিক্রমা এ হজ্জ নীতিমালায় সন্নিবেশিত হয়েছে। এর ফলে একদিকে যেমন হাজীদের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধিসহ হজ্জব্রত পালন সুনিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থাপনার আওতায় এসেছে অন্যদিকে তেমনি প্রশাসনিক কাজে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও দায়বদ্ধতা নিশ্চিত হয়েছে।

১.২ বাংলাদেশ হজ্জ অফিস, মক্কাঃ

হজ্জ ব্যবস্থাপনার মূল কাজটি সম্পাদিত হয় সৌদি আরবের মক্কা আল-মোকাররমায়। সৌদি আরবের সার্বিক হজ্জ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম সম্পাদনের দায়িত্ব কাউন্সেলর (হজ্জ)-এর উপর ন্যস্ত। হজ্জ সংশ্লিষ্ট মুয়াসসাসা অফিস, মোয়াল্লেম অফিস, সৌদি হজ্জ মন্ত্রণালয়, বাড়ী ও বাড়ীর মালিক, ইউটিলিটি সার্ভিস অফিসসমূহ মক্কায় অবস্থিত। পূর্বে কাউন্সেলর(হজ্জ) এর কার্যালয়(হজ্জ অফিস) জেদ্দাস্থ কনসুলেট জেনারেল অব বাংলাদেশ ভবনে থাকার ফলে কাউন্সেলর (হজ্জ)- কে প্রতিনিয়ত জেদ্দা-মক্কা-জেদ্দা যাতায়াত করে হজ্জের কার্যক্রম সম্পাদন করতে হতো। এতে অহেতুক সময়ের ও সরকারি অর্থের অপচয় হতো। এ বিষয়টি অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিবেচনায় নিয়ে সুষ্ঠু হজ্জ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে হজ্জ অফিস জেদ্দা হতে মক্কায় স্থানান্তর করা হয়। হজ্জ অফিস মক্কায় স্থাপনের ফলে একদিকে যেমন হাজীরা তাঁদের প্রাপ্য সেবা দ্রুততম সময়ে পাচ্ছেন অন্যদিকে তেমনি বাংলাদেশ হজ্জ অফিসেরও হজ্জ ব্যবস্থাপনা সরাসরি তত্ত্বাবধান সহজতর হয়েছে।

১.৩ হজ্জ ব্যবস্থাপনায় আধুনিক তথ্য প্রযুক্তিঃ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠনের লক্ষ্যে হজ্জ ব্যবস্থাপনায় তথ্য প্রযুক্তির সর্বোচ্চ প্রয়োগ নিশ্চিত করা হয়েছে। www.hajj.gov.bd এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় হজ্জ ব্যবস্থাপনায় তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে এক অনন্য নজীর স্থাপন করেছে। এর ফলে অতীতের যে কোন সময়ের তুলনায় হজ্জ ব্যবস্থাপনা সাফল্যের মাপকাঠিতে শীর্ষে উন্নীত হয়। এ সিস্টেমের মাধ্যমে সার্বিক হজ্জ ব্যবস্থাপনায় যাবতীয় কার্যাবলী অত্যন্ত দ্রুততার সাথে সম্পন্ন করা সম্ভব হয়েছে। ফলে হজ্জযাত্রীসহ সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষ প্রতিদিন তথ্য প্রযুক্তির সুফল ভোগ করছেন।

অত্যাধুনিক তথ্য প্রযু&&ক্ত প্রয়োগের মাধ্যমে সৌদি হজ্জ মন্ত্রণালয়ের চাহিদা মোতাবেক সকল হজ্জযাত্রীর তথ্য ডাটাবেইজে সংরক্ষণ করে অনলাইনে ভিসা লজমেন্ট ও হজ্জের আনুষঙ্গিক তথ্যাবলী সৌদি দূতাবাস ও মুয়াসসাসাকে প্রেরণ করা হয়। ২০০৯ সালে সর্বপ্রথম ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত আইটি প্রতিষ্ঠান এর মাধ্যমে বিগত পাঁচ বছরে BOT (Build Operate & Transfer) পদ্ধতিতে হজ্জ ব্যবস্থাপনায় তথ্য প্রযুক্তিকে ব্যবহার করে নিম্নোক্ত কার্যাবলী সম্পাদন করা হয়েছে।

- হজ্জযাত্রী ও এসংক্রান্ত সকল প্রকার সেবা নিশ্চিত করার জন্য ঢাকা হজ্জ অফিসসহ সৌদি আরবের মক্কা, মদিনা ও জেদ্দায় আই.টি. হেল্পডেস্ক স্থাপনের মাধ্যমে তথ্য সেবা প্রদান নিশ্চিত করা হয়েছে।
- ঢাকা হজ্জ ক্যাম্পে ডাটাবেইজ ও ইন্টারনেট সার্ভারসহ স্ক্যানার, প্রিন্টার ও হাইস্পিড ইন্টারনেট ব্যান্ড উইথসহ পর্যাপ্ত কম্পিউটার ও প্রয়োজনীয় নেটওয়ার্কের মাধ্যমে তথ্যসেবা প্রদান করা হয়েছে।
- ওয়েববেইজড হজ্জ ব্যবস্থাপনা সফট্ওয়ার তৈরী করা হয়েছে।
- অনলাইনে হজ্জ যাত্রীদের আবেদন গ্রহণ করা ও আবেদনের তথ্যাবলীর ভিত্তিতে ডাটাবেইজ তৈরি ও সংরক্ষণ করা হয়েছে।

- অনলাইনে সৌদি দূতাবাসের ভিসা লজমেন্ট করার সফটওয়্যার, বারকোড ট্রাকিং আইডি এবং এম্বারকেশন কার্ড ও প্রিন্টিং সফটওয়্যার ইত্যাদি তৈরী করা হয়েছে।
- সরকারি হজ্জযাত্রীদের ভিসা লজমেন্ট, এম্বারকেশন কার্ড প্রিন্ট ও এতদসংক্রান্ত সকল কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।
- হজ্জ ব্যবস্থাপনা সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন ও পরিচালনার জন্য হজ্জ এজেন্সিসমূহের ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- ইমিগ্রেশন প্রক্রিয়া দ্রুত করতে পুলিশের ব্যবহার উপযোগী বারকোড স্টিকার প্রস্তুত ও হজ্জযাত্রীদের ছবিসহ ডাটাবেইজ সরবরাহ করা হয়েছে।
- ডাটাবেইজ থেকে সরকারি ও বেসরকারি হজ্জযাত্রীদের পরিচয়পত্র তৈরি এবং মোয়ালেমের জন্য পারফোরেটেড শিট তৈরি করে এজেন্সিকে সরবরাহ করা হয়েছে।
- সরকারি ও বেসরকারি সকল হজ্জযাত্রী ও তাঁদের স্বজনদেরকে মোয়াল্লেম, সংশ্লিষ্ট এজেন্সি/আবাসন এবং বিমানে যাত্রার তারিখ সম্পর্কিত তথ্য প্রদান ও তা ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে।
- সরকারি হজ্জযাত্রীদের ব্যাংকে টাকা জমা দেয়ার তালিকা তৈরি ও আবাসনের বরাদ্দপত্র প্রিন্ট করে সংশ্লিষ্ট ব্যাংকে সরবরাহ করা হয়েছে।
- সৌদি আরবের বিভিন্ন স্থানে যাতায়াত সহজতর করতে হজ্জযাত্রীদের আবাসন চিহ্ন সম্বলিত মক্কা, মদিন ও মিনার ম্যাপ তৈরি করা হয়েছে।
- মক্কা এবং মিনায় আইটি হেল্পডেস্ক থেকে হজ্জযাত্রীদের চাহিদা মোতাবেক ম্যাপ বিতরণসহ সার্ব ক্ষণিক সেবা প্রদান করা হয়েছে।
- হজ্জ অফিসের চাহিদা মোতাবেক স্থির ও চলমান চিত্র ধারণ ও প্রচার করা হয়েছে।
- ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও হজ্জ অফিসের চাহিদা মোতাবেক MIS রিপোর্ট তৈরী করা হয়েছে।
- হজ্জযাত্রীদের মৃত্যু সংক্রান্ত হালনাগাদ তথ্য ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে।
- এসএমএস ব্রডকাস্টিং এবং পুশপুল সার্ভিসের মাধ্যমে হজ্জযাত্রী এবং তাঁদের আত্মীয়-স্বজনদের হজ্জ সংক্রান্ত তথ্য জানানোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।
- IVR (Interactive Voice Response) সিস্টেমের মাধ্যমে হজ্জযাত্রী এবং তাঁদের আত্মীয়-স্বজনদের হজ্জ সংক্রান্ত তথ্য সেবা প্রদান করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।
- ঢাকা ও জেদ্দা বিমান বন্দরের হাজীদের আগমন ও প্রত্যাগমনের সঠিক তথ্য সংগ্রহ করে ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে।
- ডাটাবেইজ সার্চ ও ফটো সার্চ পদ্ধতি ব্যবহার করে ছবিসহ হজ্জযাত্রীমোয়াল্লেম, এজন্সি/আবাসন তথ্য প্রিন্ট করে কন্ট্রোল রুমের সহায়তায় হজ্জযাত্রীকে পৌঁছে দেয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আধুনিক তথ্য প্রযুক্তি প্রয়োগের ফলে পৃথিবীর যে কোন প্রান্ত থেকে যে কেউ যে কোন হাজী/হজ্জযাত্রীর সর্ব শেষ অবস্থা সম্পর্কে সার্ব ক্ষণিক তথ্যসংগ্রহ করতে সক্ষম হয়েছে। অর্থাৎ হজ্জ ব্যবস্থাপনায় আধুনিক তথ্য প্রযুক্তির সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করা হয়েছে।

১.৪ বাংলাদেশ প্লাজা, জেদ্দা হজ্জ টার্মিনালেঃ

বাংলাদেশের অধিকাংশ হজ্জযাত্রী সাধারণত বাংলাদেশ থেকে গমন করে সরাসরি জেদ্দা হজ্জ টার্মিনালে অবতরণ করে থাকেন। ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় হজ্জযাত্রীদের সুবিধার্থে ২০১১ সাল হতে প্রায় ৪০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে প্রথমবারের মত জেদ্দা হজ্জ টার্মিনালেপ্লাজা ভাড়া করেছে। এ ব্যবস্থার ফলে হজ্জযাত্রীরা প্রয়োজনীয় বিশ্রাম ও চিকিৎসা সেবা গ্রহণ করে স্বাচ্ছন্দে মক্কা-মদিনার উদ্দেশ্যে গমন করেন। উল্লেখ্য, জেদ্দা বিমানবন্দরে হজ্জ প্রশাসনিক দলের সদস্য, হজ্জ চিকিৎসা দলের সদস্য এবং আইটি দলের সদস্যগণ হজ্জযাত্রীদের প্রয়োজনীয় সেবা প্রদানের উপকরণসহ দায়িত্ব পালন করে থাকেন। জেদ্দা হজ্জ টার্মিনালে সেবা প্রদানের মান গত পাঁচ বছরে বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

১.৫ হজ্জ অফিস, ঢাকাঃ

বাংলাদেশের অধিকাংশ হজ্জযাত্রী সাধারণত ঢাকা শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর দিয়েই সৌদি আরবে গমন করে থাকেন। হজ্জযাত্রীদের বিমানবন্দর সংলগ্ন আশকোনা হজ্জ ক্যাম্পে রিপোর্ট এবং প্রয়োজনীয় আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করতে হয়। তাঁদেরকে প্রয়োজনের নিরিখে কোন কোন সময় এমনকি ৪/৫ দিন আশকোনাস্থ হজ্জ ক্যাম্পের ডরমিটরীতে অবস্থান করতে হয়। এ পরিপ্রেক্ষিতে হজ্জ ক্যাম্পের হাজীদের সুবিধার্থে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০০৯ সনের হজ্জ কার্যক্রম উদ্বোধনকালে ডরমিটরীতে পর্যাপ্ত সংখ্যক লিফট্ স্থাপনের প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি মোতাবেক ২০১০ সনে হজ্জযাত্রীদের সুবিধার্থে হজ্জ ক্যাম্পের ডরমিটরীতে প্রায় পৌনে দুই কোটি টাকা ব্যয়ে ৪ (চার) টি লিফট্ স্থাপন করা হয়েছে। একই বছরে হজ্জ ক্যাম্পে স্থাপিত হজ্জযাত্রীদের বিমান, কাস্টমস, ইমগ্রেশন অফিসসমূহে সেন্ট্রাল এসি স্থাপন করা হয়েছে।

১.৬ বেসরকারী হজ্জ ও ওমরাহ এজেন্সীঃ

বেসরকারী এজেন্সিগুলো জাতীয় হজ্জনীতি ও সরকার ঘোষিত হজ্জপ্যাকেজ অনুসরণ করে হজ্জযাত্রী সংগ্রহ করে মক্কা-মদিনায় বাড়ি ভাড়া করে হজ্জযাত্রীদের আবাসন ব্যবস্থা নিশ্চিত করে থাকে। বেসরকারি হজ্জ এজেন্সিগুলোর সংগঠন 'হজ্জ এজেন্সিস এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ' তথা HAAB এসব এজেন্সির নেতৃত্ব দিয়ে থাকে। যেসব এজেন্সি শুধু ব্যবসায়িক কারণে হাজীদের মক্কা-মদিনায় পাঠিয়ে প্রাপ্য সেবা প্রদান থেকে বঞ্চিত করে সেসব এজেন্সিকে তদারকী করার জন্য বিগত পাঁচ বছরে হজ্জ প্রশাসনিক দল পাঠিয়ে হাজীদের সেবা ও সুযোগ-সুবিধার বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে।

অভিযুক্ত ও দায়ী এজেন্সিগুলোর বিরুদ্ধে বিভিন্ন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা, যেমন লাইসেন্স বাতিল, আর্থি ক জরিমানা ও মামলার ব্যবস্থা গ্রহণ করে হজ্জ ব্যবস্থাপনায় শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। একইসাথে HAAB এর সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি করে হজ্জযাত্রীদের প্রদেয় সেবার মান বৃদ্ধি করার জন্য মক্কা হজ্জ অফিসে HAAB এর জন্য আলাদা অফিস ও হেল্পডেস্ক রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এর মাধ্যমে গত পাঁচ বছরে সরকারি ও বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় গমনকারী সকল হজ্জযাত্রীর সেবা প্রাপ্তির বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, হজ্জযাত্রী ও ওমরাহযাত্রীর সংখ্যা ক্রমবর্ধ মান হারে বৃদ্ধি পাওয়ায় বর্তমান সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর হজ্জ কার্য ক্রম সহজ করা ও হজ্জযাত্রীদের জন্য সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় এ পর্য ন্ত২৪০ টি ওমরাহ্ এবং ১১৭৬ টি হজ্জ লাইসেন্স প্রদান করেছে।

১.৭ হজ্জ আবাসনঃ

হজ্জ ব্যবস্থাপনায় উন্নতির অন্যতম প্রধান শর্ত হ'ল হজ্জযাত্রীদের জন্য উন্নত মানের আবাসনের ব্যবস্থা করা। এ লক্ষ্যে মক্কা ও মদিনায় হজ্জযাত্রীদের জন্য ভাড়া করা বাড়িগুলোর বিষয়ে বিশেষ নজর দেয়া হয়। বাড়ী ভাড়ার ক্ষেত্রে অতীতের কোটারী ভিত্তিক ফায়দা ভোগের অনিয়মকে দূর করে বাড়ী ভাড়ায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা হয়। দূরবর্তী, পুরাতন ও পাহাড়ের উপর বাড়ি ভাড়া করার পরিবর্তে নিকটবর্তী সমতল ভূমিতে অপেক্ষাকৃত নতুন বাড়ি ভাড়া করা হয়েছে। এছাড়া অধিক সংখ্যক বাড়ির পরিবর্তে অল্প সংখ্যক উন্নত মানের নতুন বড় বাড়ি/হোটেল ভাড়া করে হাজীদের সেবার মান বৃদ্ধি করা হয়েছে।

১.৮ আন্তঃমন্ত্রণালয় সমন্বয়ঃ

হজ্জ ব্যবস্থাপনার সাথে পররাষ্ট্র, স্বরাষ্ট্র, বেসামরিক বিমান পরিবহণ ও পর্য টন, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়সহ অনেকগুলো মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সংস্থা জড়িত। ২০০৯ সাল থেকে মাননীয় ধর্ম প্রতিমন্ত্রীর সুযোগ্য নেতৃত্বে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয় এবং বিভাগের মধ্যে নিবিড় সমন্বয় রক্ষা করতে সক্ষম হয়েছে। এ সমন্বয়ের কারণে হজ্জযাত্রী পরিবহণ, গমনাগমন, হজ্জযাত্রীদের স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের ক্ষেত্রে গুণগত মান বৃদ্ধি পেয়েছে। সার্বি ক হজ্জ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে শৃঙ্খলা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ফলে গত পাঁচ বছরে হজ্জযাত্রীদের সংখ্যা পূর্বে র বছরগুলোর তুলনায় উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে।

১.৯ রেকর্ড সংখ্যক হজ্জযাত্রীঃ

বিগত সরকারগুলোর সময় হজ্জযাত্রীদের পরিবহন ও বাড়িভাড়াসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে অনিয়ম ও বিশৃংখলা পরিলক্ষিত হত। এর ফলে হজ্জযাত্রীর সংখ্যা একটি নির্দি ষ্ট সংখ্যার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল।২০০৯ সাল থেকে হজ্জ ব্যবস্থাপনায় সেবার মান বৃদ্ধি ও শৃংখলা ফিরে আসায় হজ্জযাত্রীর সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০০৯ সাল থেকে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক হজ্জ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে উন্নত সেবা প্রদান ও শৃংখলা প্রতিষ্ঠিত হয়। হজ্জযাত্রী পরিবহনে বিমান সংস্থাগুলো যথেষ্ট সচেষ্ট হয়। ২০১১ সালে উন্মুক্ত পদ্ধতিতে হাজী পরিবহণে সুবিধা নিশ্চিতকরণ, বাড়ি ভাড়ায় শৃংখলা আনয়ন, স্বাস্থ্যসেবা, হাজীদেরকে জেদ্দা, মক্কা, মীনা, আরাফাত ও মুজদালিফায় প্রয়োজনীয় সেবা পাওয়ার ক্ষেত্রে তদারকি করা এবং দেশে ফিরিয়ে আনার ক্ষেত্রে সহযোগিতা করাসহ সার্বি ক বিষয়ে সেবার মান বৃদ্ধি পেয়েছে। এর ফলে দেশে বিদেশে প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রিক মিডিয়াসহ সর্ব মহল কর্তৃক হজ্জ ব্যবস্থাপনার বিষয়টি প্রশংসিত হয়েছে। মহামান্য রাষ্ট্রপতি সংসদে প্রদত্ত তাঁর ভাষণে উন্নত হজ্জ ব্যবস্থাপনার বিষয়ে উচ্ছাসিত প্রশংসা করেছেন। নিমেণ গত ৫ বছরে ও তার পূর্বে কার২০০৬ বছরের হজ্জযাত্রীদের একটি তুলনামূলক চিত্র তুলে ধরা হলঃ

হজ্জযাত্রীর সংখ্যা (২০০৬-২০১৩ খ্রিঃ)

২০০৬	২০০৭	২০০৮	২০০৯	২০১০	২০১১	২০১২	২০১৩
৪৭,৯৮৩	৪৫,৮০১	৪৮,৭৬৩	৫৮,২২০	৯১,০২২	১,০৫,৬১৭	১,০৯,৯৫২	৮৭,১৫৬

১.১০ হজ্জ ও ওমরাহ ব্যবস্থাপনা আইনঃ

হজ্জ ব্যবস্থাপনাকে আরও উন্নত, সুষ্ঠু ও সুশৃংঙ্খল করার লক্ষ্যে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় নিরলসভাকে কাজ করে যাচ্ছে। যাবতীয় অনিয়ম ও বিশৃংঙ্খলা দূর করতে এবং হজ্জ ব্যবস্থাপনাকে একটি আইনী কাঠামোর উপর দাঁড় করানোর লক্ষ্যে হজ্জ আইন প্রণয়ণের কাজ প্রায় শেষ পর্য ায়ে। ইতোমধ্যে খসড়া হজ্জ আইন প্রণয়নের কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। চূড়ান্ত হজ্জআইন করার লক্ষ্যে যাবতীয় প্রক্রিয়া এগিয়ে চলছে।

১.১১ হজ্জযাত্রীদের আন্তর্জাতিক পাসপোর্ট ঃ

২০০৮ সন পর্য ন্তপিলগ্রিম পাসপোর্টে র মাধ্যমে হজ্জ যাত্রীরা হজ্জব্রত পালন করবেন। কিন্তু সৌদি রাজকীয় সরকার২০০৯ সাল থেকে আবশ্যকীয়ভাবে হজ্জযাত্রীদের জন্য ইন্টারন্যাশনাল পাসপোর্টে র মাধ্যমে হজ্জ ভিসা ইস্যুর বিধান প্রচলন করে। বর্তমান সরকার দায়িত্বভার গ্রহণের পর স্বল্প সময়ের মধ্যে সকল হজ্জযাত্রীর জন্য ইন্টারন্যাশনাল পাসপোর্টে র ব্যবস্থা করে। উপরন্তু হাজী সংখ্যা পূর্বে বছরগুলোর চেয়ে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে। তা সত্ত্বেও অল্প সময়ের মধ্যে হজ্জযাত্রীদের জন্য ইন্টারন্যাশনাল পাসপোর্ট গ্রহণের যাবতীয় কার্য ক্রম যথাযথ সমন্বয়ের মাধ্যমে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পন্ন করে।

১.১২ রাজকীয় সৌদি সরকারের স্বীকৃতিঃ

বিগত ৫ বছরে হজ্জ ব্যবস্থানায় যে গুনগত পরিবর্তন ও উন্নতি সাধিত হয়েছে তা সৌদি আরবের হজ্জ মন্ত্রণালয় কর্তৃক ব্যাপক প্রশংসা লাভ করেছে। সৌদি হজ্জ মন্ত্রণালয়ের অধীন দক্ষিণ এশীয় হাজী সেবা সংস্থা তথা মুয়াস্সা অফিস ২০১০ ও ২০১১ সনে হজ্জ ব্যবস্থাপনায় উল্লেখ্যযোগ্য উন্নতি সাধিত হওয়ায় বাংলাদেশকে দক্ষিণ এশীয় দেশগুলোর মধ্যে শীর্ষ স্থানীয় বলে স্বীকৃতি দেয়।

হজ্জ ব্যবস্থাপনার উন্নতি সাধন একটি চলমান প্রক্রিয়া। ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় হজ্জ ব্যবস্থাপনার উন্নতিকল্পে বিগত ৫ বছরে অবকাঠামোগত উন্নয়ন, জনবল বৃদ্ধি, আন্তঃমন্ত্রণালয় সম্পর্ক বৃদ্ধি, সৌদি সরকারের সাথে হজ্জ সংক্রান্ত বিষয়ে সম্পর্ক উন্নয়ন ও হাজীদের সেবা প্রাপ্তি নিশ্চিত করেছে। ফলে বিগত ৫ বছরে হজ্জ ব্যবস্থাপনা ক্ষেত্রে শৃংখলা ফিরে এসেছে। হজ্জযাত্রীদের সংখ্যা বহু গুনে বৃদ্ধি পেয়েছে। হজ্জ ব্যবস্থাপনায় সেবার মান উন্নত হয়েছে। হজ্জ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের এ সফলতা সরকার ঘোষিত রূপকল্প-২০২১ বাসত্মবায়নের পথে এক বিশাল অর্জন। ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের হজ্জ ব্যবস্থাপনায় সফলতার এ ধারা আগামী দিনগুলোতেও অব্যাহত থাকবে।

২। ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের অবকাঠামোগত উন্নয়ন ও দুঃস্থ পুনর্ব াসনঃ

ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় হতে প্রতি অর্থ বছর দেশের বিভিন্ন মসজিদ, মন্দির, ইসলাম ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, ঈদগাহ ও কবরস্থান সংস্কার/মেরামত ও পুনর্ব াসন, হিন্দু ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান (শ্মশান) সংস্কার/মেরামত ও পুনর্ব াসন, বৌদ্ধ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান সংস্কার/মেরামত ও পুনর্ব াসন, খ্রিস্টান ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান (প্যাগোডা) সংস্কার/মেরামত ও পুনর্ব াসন, খ্রিস্টান ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান (সেমিট্রি) সংস্কার/মেরামত ও পুনর্ব াসন এবং দুস্থ মুসলিম ও দুঃস্থ হিন্দু পুনর্ব াসন এর জন্য অর্থ বরাদ্দ করা হয়ে থাকে। বর্তমান সরকারের বিগত ২০১২-১৩ অর্থ বছরের খাতওয়ারী বরাদ্দ নিমণরূপ :

২.১ মসজিদ সংস্কার ও মেরামতঃ

২০১২-১৩ অর্থ বছরে মসজিদের অনুকূলে ৭,৮৩,০০০/- (সাত লক্ষ তিরাশি হাজার) টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে।

২.২ মন্দির সংস্কার ও মেরামতঃ

২০১২-১৩ অর্থ বছরে মন্দির অনুকূলে১,১৮,২০,০০০/-(এক কোটি আঠার লক্ষ বিশ হাজার) টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে।

২.৩ ইসলাম ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের জন্য সাহায্য মঞ্জুরীঃ

২০১২-১৩ অর্থ বছরে ইসলাম ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে১,২৭,০০,০০০/- (এক কোটি সাতাশ লক্ষ) টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে।

২.৪ বৌদ্ধ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান সংস্কার, মেরামত ও পুনর্ব াসনঃ

২০১২-১৩ অর্থ বছরে বৌদ্ধ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠনের অনুকূলে২৮,৮০,০০০/- (আটাশ লক্ষ আশি হাজার) টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে।

২.৫ ঈদগাহ ও কবরস্থান সংস্কার, মেরামত ও পুনর্ব াসনঃ

২০১২-১৩ অর্থ বছরে ঈদগাহ/কবরস্থানের অনুকূলে ১,৩৭,০০,০০০/- (এক কোটি সাঁইত্রিশ লক্ষ) টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে।

২.৬ হিন্দু ধর্মীয় শ্মশান সংস্কার, মেরামত ও পুনর্ব াসনঃ

২০১২-১৩ অর্থ বছরে হিন্ধু ধর্মীয় শ্মশান সংস্কার/মেরামতের অনুকূলে ১৮,৮০,০০০/- (আঠার লক্ষ আশি হাজার) টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে।

২.৭ খ্রিস্টান ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান (সেমিট্রি) সংস্কার, মেরামত ও পুনর্ব াসনঃ

২০১২-১৩ অর্থ বছরেখ্রিস্টান ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান (সেমিট্রি)-র অনুকূলে ১,০০,০০০/-(এক লক্ষ টাকা) টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে।

২.৮ খ্রিস্টান ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান (প্যাগোডা) সংস্কার/মেরামত ও পুনর্ব াসনঃ

২০১২-১৩ অর্থ বছরেখ্রিস্টান ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান (প্যাগোডা)-র অনুকূলে ৬,০০,০০০/- (ছয় লক্ষ) টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে।

২.৯ দুঃস্থ মুসলিম পুনর্ব াসনঃ

২০১২-১৩ অর্থ বছরে দুঃস্থ মুসলিম পুনর্ব াসনের অনুকূলে১,৫০,০০,০০০/- (এক কোটি পঞ্চাশ লক্ষ) টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে।

২.১০ দুস্থ হিন্দু পুনর্ব াসনঃ

২০১২-১৩ অর্থ বছরে দুঃস্থ হিন্দু পুনর্ব াসনের অনুকূলে২৫,০০,০০০/- (পঁচিশ লক্ষ) টাকা দেয়া হয়েছে।

বিগত ০৫ (পাঁচ) বছরের সার্বি ক সাফল্যঃ

বর্তমান সরকারের বিগত ০৫ বছরে অর্থ াৎ২০০৯-১০, ২০১০-১১ এবং ২০১১-১২ অর্থ বছরে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় হতে মাননীয় সংসদ সদস্যদের/জনপ্রতিনিধিদের সুপারিশ এর ভিত্তিতে দেশের প্রত্যমন্ত অঞ্চলে ১৯,৯৮,৩৪,৫০০ (উনিশ কোটি আটানব্বই লক্ষ চৌত্রিশ হাজার পাঁচ শত) টাকায় ১৯,৫০২টি মসজিদ, ৩,৫৮,৩৬,০০০ (তিন কোটি আটান্ন লক্ষ ছত্রিশ হাজার) টাকায় ৩,৬৯১টি মন্দির, ৩,৮৫,৪০,০০০(তিন কোটি পঁচাশি লক্ষ চলিস্নশ হাজার) টাকায় ১,৯৪৩টি ইসলাম ধর্মীয় সংগঠন, ৭৪,৩৪,০০০ (চৌয়াত্তর লক্ষ চৌত্রিশ হাজার) টাকায় ৩৯৮টি বৌদ্ধ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, ২,৮২,২৭,০০০ (দুই কোটি বিরাশি লক্ষ সাতাশ হাজার) টাকায় ৭১০টি ইদগাহ/কবরস্থান, ৪২,০০,০০০ (বিয়াল্লিশ লক্ষ) টাকায় ৯৬টি হিন্দু ধর্মীয় শ্মশান, ১,৮৪,০০০.০০ (এক লক্ষ চুরাশি হাজার) টাকায় খ্রিস্টান ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান (সেমিট্রি), ১৭,৭৩,০০০ (সতের লক্ষ তিহাত্তর হাজার) টাকায় ৬৯টি খ্রিস্টান ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান এর অবকাঠামোগত উন্নয়ন তথা সংস্কার/মেরামত করা হয়েছে। এছাড়া ২০০৯-১০, ২০১০-১১ এবং ২০১১-১২ অর্থ বছরে৩,১০,০০,০০০ (তিন কোটি দশ লক্ষ) টাকায় ৪,১৯২ জন দুঃস্থ মুসলিম ও ২০১০-১১, ২০১১-১২ অর্থ বছরে২১২ জন দুঃস্থ হিন্দু কে ৩০,৯৯,০০০ (ত্রিশ লক্ষ নিরানব্বই হাজার) টাকায় অনুদান প্রদানের মাধ্যমে তাঁদের অর্থ সামাজিক উন্নয়ন করা হয়েছে। ২০১২-১৩ অর্থ বছরে (অতিরিক্ত বরাদ্দসহ) ২,৬৫,৫০,০০০ (দুই কোটি পঁয়ষট্টি লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা এবং ৩৩২ জন দুঃস্থ হিন্দুকে (অতিরিক্ত বরাদ্দসহ) ৪৭,০০,০০০ (সাতচলিস্নশ লক্ষ) টাকায় অনুদান প্রদানের মাধ্যমে তাঁদের আর্থ সামাজিক উন্নয়ন করা হয়েছে।২০১৩-১৪ অর্থ বছর বরাদ্দ বর্তমানে চলমান বিধায় বিভিন্ন খাতে এ অর্থ বছরে অনুদান বিতরণ কার্য ক্রম প্রক্রিয়াধীন। বিগত৫ বছরে উপরোল্লিখিত খাতসমূহে ২০০৯-২০১৪ অর্থ বছরে মোট বরাদ্দের পরিমাণ ৫৬,২০,০৯,৫০০/- টাকা।

৩। আইন

ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন প্রয়োগযোগ্য ১১টি আইন/অধ্যাদেশ আছে। এসব আইন/অধ্যাদেশ ইতোমধ্যে সংশোধন ও পরিমার্জন করে আপডেট করা হয়েছে। এগুলো নিমণরূপঃ

1. The Mussalman Wakf Validating Act, 1913 (Act No. VI of 1913);
2. Wakf Validating Act, 1930 (Act. No. xxxii of 1930);
3. The Waqfs Ordinance, 1962;
4. The Islamic Foundation Act. 1975;
5. The Zakat Fund Ordinence, 1982;
6. The Hindu Religious Welfare Trust Ordinance, 1983;
7. The Buddhist Religious Welfare Trust Ordinance, 1983;
8. The Christian Religious Welfare trust Ordinance, 1993;
9. The Chittagong Shahi Jame Masjid Ordinance, 1986
10. ইমাম ও মুয়াজ্জিন কল্যাণ ট্রাষ্ট আইন, ২০০১ (২০১৩ সনের ৫৬নং আইন);
11. ওয়াকফ (সম্পত্তি হস্তান্তর ও উন্নয়ন) বিশেষ বিধান আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ৫নং আইন)।

উপর্যুক্ত আইনগুলো ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের www.mora.gov.bd ওয়েব সাইটে আপলোড করা হয়েছে এবং উক্ত ওয়েব সাইট হতে যে কেউ ডাউন লোড করতে পারবে।

3.1 The Waqfs (Transfer and Development of Property) Special Provisions Act. 2013.

ওয়াকফ সম্পত্তি হস্তান্তর ও উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণকল্পে বিশেষ বিধান করার লক্ষ্যে একটি আইন প্রণয়ন করা হয়। আইনটি বাংলাদেশ জাতীয় সংসদে গৃহীত হওয়ার পর আইনটি গত ২৪ ফ্রেবুয়ারি ২০১৩ খ্রি. তারিখে মহামান্য রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভ করে। আইনটি ২০১৩ খ্রি. সালের ৫নং আইন।

৩.২ Islamic Foundation (Amendment) Act 2013.

চট্টগ্রাম জমিয়তুল ফালাহ জামে মসজিদ কমপ্লেক্স এর ব্যবস্থাপনা, রক্ষণাবেক্ষণ ইসলামিক ফাউন্ডেশনের উপর ন্যস্ত করার লক্ষ্যে আইনটি প্রণয়ন করা হয়। বাংলাদেশ জাতীয় সংসদে গৃহীত হওয়ার পর আইনটি গত ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৩ খ্রি. তারিখে মহামান্য রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভ করে। আইনটি ২০১৩ সনের ১০ নং আইন।

৪। বাংলাদেশ ও রাজকীয় সৌদি সরকারের মধ্যে সমঝোতা স্মারক :

বাংলাদেশের পররাষ্ট্র নীতির মূল লক্ষ্য হলো ''Friendship to all and malice to none" এ মূল লক্ষ্যের উপর ভিত্তিকরে বর্তমান সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পরপরই অতীতে নতজানু পররাষ্ট্র নীতির পরিবর্তে পারস্পরিক সমঝোতা ও সমতার ভিত্তিতে বিভিন্ন দেশের সাথে সম্পর্ক উন্নয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করে। বাংলাদেশ একটি মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশ। এ দেশের শতকরা ৯০ ভাগ লোক মুসলিম। এ সংখ্যাগরিষ্ট জনগণের ধর্মীয় অনুভূতির প্রতি শ্রদ্ধার নিদর্শনস্বরূপ বর্তমান সরকার বিশ্বের মুসলিম রাষ্ট্রসমূহের সাথে সম্পর্ক উন্নয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করে। তারই অংশ হিসেবে সৌদি সরকার ও বাংলাদেশ সরকারের মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। এ সমঝোতা স্মারকের উল্লেখযোগ্য দিকগুলো নিমণরূপঃ

1. মহান আলস্নাহর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে ইসলামের মহান আদর্শ তথ্য Views, ক্ষমা, সমসাময়িক ধর্মীয় বিষয়ে অতি মাত্রায় বাড়াবাড়ির বিপরীতে ইসলামের ভূমিকা। এ বিষয়ে মিশনারী প্রস্ত্ততে সহযোগিতা প্রদান।
2. পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে এগুলোর মুদ্রণ, প্রচার ও অনুবাদে সহযোগিতা এবং এক্ষেত্রে অর্জিত অভিজ্ঞতা বিনিময়।
3. দুদেশের মধ্যে হেফজ প্রতিযোগিতা ও ক্বেরাত প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানে সহযোগিতা, পবিত্র কুরআন হেফজ করা ও তিলাওয়াত এর ক্ষেত্রে অর্জিত পদ্ধতি ও অভিজ্ঞতা বিনিময়।
4. মসজিদ প্রতিষ্ঠায় অভিজ্ঞতা বিনিময়, ধর্মীয় অনুশাসন অনুসারে ইমাম/ধর্মীয় গুরম্নর দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে অবহিত করা।
5. মসজিদ নির্মাণ ও সংস্কারের ক্ষেত্রে কারিগরি ও স্থাপত্যের বিষয়ে অভিজ্ঞতা বিনিময়।
6. ওয়াক্ফ সম্পত্তির সীমাবদ্ধতা, প্রকৃত ওয়াক্ফ সম্পত্তি নির্ণয় ওয়াক্ফ সম্পত্তির রেজিষ্ট্রেশন, উন্নয়ন ও বিনিয়োগের ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা বিনিময়।
7. দুদেশের মধ্যে ইসলামিক স্থাপত্য কলা গবেষণা, ইসলাম বিষয়ে অধ্যয়ন প্রকাশনা ও অনুবাদের ক্ষেত্রে সহযোগিত বিনিময়, পান্ডুলিপি সংগ্রহ, সূচিপত্র প্রণয়ন, সংরক্ষণ, পরিমাণ এর ছবিও সূচিপত্র বিনিময়।
8. গবেষণা ও সুপারিশ বিনিময়ের লক্ষ্যে সম্মেলন ও সেমিনারে অংশগ্রহনের মাধ্যমে অভিজ্ঞতা বিনিময়ের জন্য ইসলামিক বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তি ও বিজ্ঞানীদের দুদেশ সফরে উৎসাহিত করা।

৫। **আল-কুরআন ডিজিটালঃ**

ইসলাম ধর্মের সকল রীতি-নীতি, বিধি-বিধানের মূল উৎস হল মহাগ্রন্থ আল-কুরআন। বিশ্বব্যাপী আল-কুরআনের সুমহান বাণী বিশেষকরে বাংলা ভাষাভাষী জনগোষ্ঠীর মধ্যে প্রচার ও প্রসারের লক্ষ্যে আল-কুরআনের প্রস্তুত করার জন্য গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সকরারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সদয় অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন এবং পবিত্র কুরআন ডিজিটাইজেশন এর কার্য ক্রম সম্পাদনের বিষয়ে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়কে সদয় নির্দেশনা প্রদান করেন।

তৎপ্রেক্ষিতে ভিশন-২০২১ বাসত্মবায়নের অংশ হিসেবে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ২০১১-২০১২ অর্থ বছরে ''ডিজিটালাইজেশনের মাধ্যমে পবিত্র কুরআন প্রচার ও প্রকাশনা'' শীর্ষক কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। কর্মসূচীর্বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আইটি বিশেষজ্ঞ, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দ, ঢাকা মাদ্রাসা-ই-আলীয়ার শিক্ষক, বাংলা একাডেমী, ইসলামিক ফাউন্ডেশনের বিশেষজ্ঞ ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের অভিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে পবিত্র কুরআনের বাংলা ও ইংরেজী প্রতিবর্ণায়ন এবং অনুবাদের সম্পাদনার কাজ সম্পন্ন করা হয়।

পবিত্র কাবা শরীফের শ্রদ্ধাভাজন ইমাম কারী শেখ মোহাম্মদ আস-সুরাঈম এর কণ্ঠে উচ্চারিত পবিত্র কুরআনের আরবী তিলাওয়াত নির্বাচন করে এবং বাংলা ও ইংরেজী অনুবাদের কণ্ঠ রেকর্ডিং কাজ সম্পন্ন হওয়ার পর (ডিভিডি, ই-বুক, আইপ্যাড সুবিধাদি অমত্মর্ভুক্ত করে) ডিজিটাল ভার্শনসহ ওয়েবসাইট প্রস্তুত করা হয়। ওয়াবসাইটটিতে ব্রাউজিং সুবিধাসহ আল কুরআন ডাউনলোড করার সুবিধাদি রয়েছে। একই সুবিধাদি সম্পন্ন অফ-লাইন ভার্সন প্রস্তুত করা হয়েছে।

এ মহতী উদ্যোগ পরিসমাপ্ত হওয়ার পর গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিগত ১০ আগষ্ট, (২৬ শ্রাবণ, ২১ রমজান, রোজ শুক্রবার) ২০১২ খ্রি. তারিখে আল কুরআনের ডিজিটাল ওয়েবসাইট www.quran.gov.bd আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করেন। বর্তমানে ওয়েবসাইটটি জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত রয়েছে। বর্তমানে এ ওয়েব সাইডে গিয়ে পৃথিবীর যে কোন প্রামত্ম থেকে যে কান ব্যক্তি পবিত্র কোরানের বাংলা, ইংরেজী ও আরবীতে প্রতিবর্ণায়ন অনুবাদ দেখতে, শুনতে ও পড়তে পারেন।

৬। **তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি কার্যক্রমঃ**

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত ভিশন-২০২১ এর লক্ষ্য অর্জন সর্বোপরি দাপ্তরিক কাজে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকল্পে মন্ত্রণালয় কর্তৃক তথ্য প্রযুক্তির সম্প্রসারণে এ যাবত গৃহীত কার্যক্রমঃ

(1) মন্ত্রণালয়ে ডেডিকেটেড ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট সংযোগ গ্রহণ করা হয়েছে;

(2) মন্ত্রণালয়ের তথ্যবহুল নিজস্ব ওয়েবসাইট (www.mora.gov.bd) প্রকাশ করা হয়েছে। যেখানে-

- সর্ব সাধারণের জ্ঞাতার্থে প্রকাশের উপযোগী সভার কার্য পত্রকার্যবিবরণী, দাপ্তরিক পত্র, প্রজ্ঞাপন ইত্যাদি প্রকাশ করা হচ্ছে।
- এ যাবত মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী ও সচিবদের তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে;
- বদলীকৃত কর্মকর্তাদের স্থলে নতুন পদায়নকৃত কর্মকর্তাদের তথ্যাদি হালনাগাদ করা হয়েছে
- চলমান প্রকল্প ও কর্মসূচির তালিকা প্রকাশ;
- ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণাল সম্পর্কিত আইন নীতিমালা ও সিটিজেন চার্টার প্রকাশ করা হয়েছে
- অধীনসত্ম/সংস্থার ওয়েবসাইট লিঙ্ক দেয়া হয়েছে।

(3) অন-লাইন হজ্জ ম্যানেজম্যান্ট সিস্টেম (www.hajj.gov.bd) চালু করা হয়েছে;

(4) পবিত্র গ্রন্থ আল-কোরআনের ডিজিটাল ভার্শন(www.quran.gov.bd) প্রকাশ করা হয়েছে;

(5) মন্ত্রণালয়ের সাধারণ ই-মেইল ঠিকানার (www.moragovbd@gmail.com) মাধ্যমে দাপ্তরিক যোগাযোগ করা হচ্ছে এবং নিয়মিত মেইল চেক করে গৃহীত ও প্রেরিত মেইলের রেকর্ড সংরক্ষণপূর্বক কার্যক্রম গৃহীত হচ্ছে

(6) কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য তথ্য ও প্রযুক্তি বিষয়ক দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কোর্সের আয়োজন করা হচ্ছে

(7) দাপ্তরিক কাজে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের কম্পিউটারের ব্যবহার বৃদ্ধি এবং সভা/সেমিনারে মাল্টিমিডিয়া ব্যবহার করা হচ্ছে;

(8) মাসিক সভায় ই-সেবা, ওয়েবসাইটে তথ্য সমৃদ্ধিসহ ব্যবহারকারী বান্ধবকরণ এবং ই-যোগাযোগের বিষয় আলোচ্যসূচিতে অমত্মর্ভুক্ত করা হয়েছে।

ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সংস্থাসমূহঃ

ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

- ইসলামিক ফাউন্ডেশন
- বাংলাদেশ ওয়াক্ফ প্রশাসন
- হজ্জ অফিস, ঢাকা
- বাংলাদেশ হজ্জ অফিস, মক্কা, সৌদি আরব
- হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট
- বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট
- খ্রিস্টান ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট

ইসলামিক ফাউন্ডেশন

পরিচিতিঃ

বাংলাদেশের মহান স্থপতি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৫ সালের ২২ মার্চ এক অধ্যাদেশবলে ইসলামের মহান আদর্শ ও মূল্যবোধেরপ্রচার ও প্রসার কার্য ক্রমকে বেগবান করার লক্ষ্যে‘ইসলামিক ফাউন্ডেশন’ প্রতিষ্ঠা করেন। ২৮ মার্চ ১৯৭৫ সালে ‘ইসলামিক ফাউন্ডেশন এ্যাক্ট’ প্রণীত হয়।

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ

(ক) মসজিদ ও ইসলামী কেন্দ্র, একাডেমী ও ইন্স্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করা ও রক্ষণাবেক্ষণ করা;
(খ) মসজিদ ও ইসলামী কেন্দ্র, একাডেমী ও ইন্স্টিটিউট এবং সমাজসেবায় নিবেদিত সংগঠনসমূহকে আর্থি ক সহায়তা দেয়া;
(গ) সংস্কৃতি, চিন্তা, বিজ্ঞান ও সভ্যতার ক্ষেত্রে ইসলামের অবদানের উপর গবেষণা পরিচালনা;
(ঘ) ইসলামের মৌলিক আদর্শ বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধ, পরমতসহিষ্ণুতা, ন্যায়বিচার প্রভৃতি প্রচার করা ও প্রচারের কাজে সহায়তা করা এবং সাংস্কৃতিক, সামাজিক ও অর্থ নৈতিক জীবনে ইসলামী মূল্যবোধ ও নীতিমালা বাস্তবায়নের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়নসহ বিভিন্ন পদক্ষেপের সুপারিশ করা;
(ঙ) ইসলামী মূল্যবোধ ও নীতিমালা জনপ্রিয় করে তোলার লক্ষ্যে ইসলামের ইতিহাস, দর্শন, সংস্কৃতি, আইন ও বিচার ব্যবস্থা সম্পর্কিত গবেষণার আয়োজন করা ও তার প্রসার ঘটানো এবং জনপ্রিয় ইসলামী সাহিত্য প্রকাশ করা এবং বিলি-বণ্টনকে উৎসাহিত করা;
(চ) ইসলাম ও ইসলামের বিষয় সম্পর্কিত বই-পুস্তক, সাময়িকী ও প্রচার পুস্তিকা অনুবাদ, সংকলন ও প্রকাশ করা;
(ছ) ইসলামের ইতিহাস, দর্শন, সংস্কৃতি, আইন ও বিচার ব্যবস্থা সম্পর্কিত বিষয়াদির উপর সম্মেলন, বক্তৃতামালা, বিতর্ক ও সিম্পোজিয়ামের আয়োজন করা;
(জ) ইসলাম বিষয়ক গবেষণার ক্ষেত্রে অসামান্য অবদানের জন্য পুরস্কার ও পদক প্রবর্তন করা;
(ঝ) ইসলাম সম্পর্কিত প্রকল্প গ্রহণ ও তাতে সহায়তা করা;
(ঞ) ইসলাম বিষয়ক গবেষণার জন্য বৃত্তি প্রদান ;
(ট) বায়তুল মুকাররম মসজিদের ব্যবস্থাপনা ও উন্নতি বিধান এবং
(ঠ) উপরোক্ত কার্য াবলির যেকোনটির ক্ষেত্রে আনুষঙ্গিক বা আপতিক সকল কাজ সম্পাদন।

ইসলামিক ফাউন্ডেশন ঢাকাস্থ প্রধান কার্য ালয়সহ সারা দেশের৬৪টি জেলা কার্য ালয় আর্ত-মানবতার সেবায় ২৮টি ইসলামিক মিশন, ৭টি ইমাম প্রশিক্ষণ একাডেমীর মাধ্যমে নানামুখী কার্য ক্রম বাস্তবায়ন করে আসছে। বৃহত্তর কলেবরে২৬ খন্ডে ২৮ ভলিউম ইসলামী বিশ্বকোষ, ২২ খন্ডে সমাপ্য সীরাত বিশ্বকোষ, যার ১৪টি খন্ড ইতোমধ্যে প্রকাশিত হয়েছে এবং পাঠক মহলে ব্যাপকভাবে প্রশংসিত হয়েছে।

বোর্ড অব গভর্নরসঃ

ইসলামিক ফাউন্ডেশন ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন একটি বিধিবদ্ধ সংস্থা। ফাউন্ডেশনের সার্বিক নীতি নির্ধারণ, নির্দেশনা প্রদান, কার্যক্রম গ্রহণ, তত্ত্বাবধান ও পর্যবেক্ষণের জন্য মাননীয় সংসদ সদস্য, শিক্ষাবিদ, ইসলামী চিন্তাবিদ ও সর্বোচ্চ প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে একটি বোর্ড অব গভর্নরস রয়েছে। ধর্মবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী উক্ত বোর্ডের চেয়ারম্যান।

সাংগঠনিক কাঠামোঃ

ইসলামিক ফাউন্ডেশন-এর প্রধান নির্বাহী হলেন মহাপরিচালক। তিনি সরকারকর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত হন। বোর্ড অব গভর্নরসের সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নের দায়িত্ব তাঁর উপর ন্যস্ত থাকে। কার্য সম্পাদনে তাঁকে সহযোগিতা প্রদানের জন্য১ জন সচিব, ১৪ জন পরিচালক, ৭ জন প্রকল্প পরিচালক এবং ১ জন প্রকল্প ব্যবস্থাপক (প্রেস) রয়েছেন। তাঁরা প্রত্যেকে এক-একটি বিভাগের প্রধান।

জনবলঃ

বর্তমানে ইসলামিক ফাউন্ডেশন-এর জনবল রয়েছে রাজস্ব খাতে ১,৪৬৫জন এবং উন্নয়ন খাতে ৬৮১ জন, সর্বমোট২,১৪৬ জন।

তহবিলঃ

ইসলামিক ফাউন্ডেশন-এর তহবিল হচ্ছে বাংলাদেশ সরকারের কাছ থেকে প্রাপ্ত অনুদান, নিজস্ব সম্পদ ও অন্যান্য সূত্র হতে প্রাপ্ত আয়।

কার্যক্রমঃ

ইসলামিক ফাউন্ডেশনের রাজস্ব ও উন্নয়ন-উভয় খাতের কর্মসূচি বিভিন্ন বিভাগের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয়। এগুলোর সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নরূপ :

প্রশাসন বিভাগঃ

ইসলামিক ফাউন্ডেশনের যাবতীয় প্রশাসনিক ও সংস্থাপন সংক্রান্ত কাজ, জনবল নিয়োগ, বায়তুল মুকাররম মসজিদ ও মার্কেটের পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা, বোর্ড অব গভর্নরসএর সভা আহবান, গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন, প্রধান কার্যালয়সহ মাঠ পর্যায়ের অফিসে আর্থিক ও প্রশাসনিক যাবতীয় কার্যক্রম প্রশাসন বিভাগের মাধ্যমে সম্পাদিত হয়।

সমন্বয় বিভাগঃ

সমন্বয় বিভাগ ইসলামিক ফাউন্ডেশন-এর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ। সমন্বয় বিভাগের মাধ্যমে ফাউন্ডেশনের প্রধান কার্যালয়সহ মাঠ পর্যায়ের বিশেষ করে বিভাগীয় ও জেলা কার্যালয়সমূহের সকল কার্যক্রম বাস্তবায়নতত্ত্বাবধান, সমন্বয় সাধন ও পর্যালোচনা করা হয়।

অর্থ ও হিসাব বিভাগঃ

ইসলামিক ফাউন্ডেশনের অর্থ ও হিসাব সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ সম্পাদন, এতদ্সংক্রান্ত রেকর্ডপত্র সংরক্ষণ, বাজেট প্রণয়ন, ইসলামিক ফাউন্ডেশনের সকল বিভাগ ও মাঠ পর্যায়ের সকল অফিসের নিরীক্ষা পরিচালনা ও প্রতিবেদন প্রণয়ন, অর্থ ও হিসাব সংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন, ব্যয় নিয়ন্ত্রণ, অডিট আপত্তির নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ ইত্যাদি যাবতীয় কাজ অর্থ ও হিসাব বিভাগের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়ে থাকে।

পরিকল্পনা বিভাগঃ

ইসলামিক ফাউন্ডেশনের সকল উন্নয়ন ও রাজস্ব খাতের প্রকল্প প্রণয়ন, মূল্যায়ন, প্রক্রিয়াকরণ, পরিবীক্ষণ, প্রকল্পসমূহের অগ্রগতি পর্যালোচনা করা এবংপ্রকল্প বাস্তবায়নে প্রকল্প কার্যালয়কে সহযোগিতা প্রদান করা এ বিভাগের কাজের অন্তর্ভুক্ত। পরিকল্পনা বিভাগের মাধ্যমে উন্নয়ন প্রকল্পের অর্থ অবমুক্তি, মনিটরিং, সুপারভিশন, এডিপি ও আরএডিপি, প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন প্রণয়ন, পরিসংখ্যানগত তথ্যাদি প্রণয়ন, মাসিক, ত্রৈমাসিক, ষান্মাসিক ও বার্ষিক প্রতিবেদনসহ বিভিন্ন ধরনের রিপোর্ট তৈরি করে ধর্মবিষয়ক মন্ত্রণালয়, পরিকল্পনা কমিশন, আইএমইডি ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করাসহ উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের নির্ধারিত আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতির লক্ষ্যে যাবতীয় কার্যক্রম অত্র বিভাগকর্তৃক পরিচালিত হয়ে থাকে।

ইসলামিক মিশনঃ

সেবামূলক কার্যক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে ইসলামী মূল্যবোধের প্রচার ও প্রসারের লক্ষ্যে ইসলামিক মিশন কার্যক্রম শুরু হয়। দুঃস্থ দরিদ্র পীড়িত জনগণকে বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা প্রদান, দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের দরিদ্র জনগণকে হালাল জীবিকা অর্জনে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে গরীব ও সহায় সম্বলহীন জনগোষ্ঠীকে স্বাবলম্বী করে তোলার জন্য সুদমুক্ত ঋণদান ও সেলাই প্রশিক্ষণ প্রদান, এবতেদায়ী মাদ্রাসা ও মসজিদভিত্তিক মক্তব ও নৈশ মক্তব প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে নিরক্ষরতা দূরীকরণ, নূরানী পদ্ধতিতে পবিত্র কুরআন শিক্ষা ও নামায শিক্ষা প্রদান, তাফসীর অনুষ্ঠান ও উদ্বুদ্ধকরণ। মাহফিলের মাধ্যমে দ্বীনী দাওয়াতী কর্মসূচি বাস্তবায়ন; মুবাল্লিগ, নওমুসলিম ও মক্তব শিক্ষক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে জনগণের ইসলামী মূল্যবোধ উজ্জীবিত করণ, ইসলামী জীবনাদর্শের ভিত্তিতে জীবন-যাপন প্রণালী প্রবর্তনে জনগণকে সহায়তা প্রদান এবং বৃক্ষ রোপণের মাধ্যমে দেশকে প্রাকৃতিক দুর্যোগের হাত থেকে রক্ষা প্রভৃতি কার্যক্রম ইসলামিক মিশনএর মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয়ে আসছে। বর্তমানে দেশের ৩০টি জেলায় ৩৩টি ইসলামিক মিশন-এর কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

১৯৮৩ সাল থেকে জুন ২০১১ সাল পর্যন্ত ইসলামিক মিশনের মাধ্যমে সারা দেশে ২,০৯,১৪,৪৭৩ জন রোগীকে চিকিৎসা সেবা দেয়া হয়েছে। চক্ষু শিবির প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে এ যাবৎ ১৮,৩৬৪ জনকে চক্ষু চিকিৎসা ও সুন্নতে খাতনা ক্যাম্পের মাধ্যমে ১,৫৬৮ জনকে সুন্নতে খাতনা সেবা প্রদান করা হয়েছে। তাছাড়া এ বিভাগের আওতায় ইসলামিক মিশনের প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণে বায়তুল মুকাররমে একটি ডায়াগনোস্টিক সেন্টার পরিচালিত হয়ে আসছে। এখানে বিশেষ হ্রাসকৃত মূল্যে (৪০% রেয়াত) বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের পরামর্শ মোতাবেক সকল প্রকার রোগ নিরূপণী পরীক্ষা-নিরীক্ষাসহ চিকিৎসার ব্যবস্থা রয়েছে।

দীনী দাওয়াত ও সংস্কৃতি বিভাগঃ

ইসলামের শিক্ষা, আদর্শ ও মূল্যবোধের প্রচার ও প্রসার, ধর্মীয় ও জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ দিবসসমূহ উদযাপন, সাহাবায়ে কিরাম (রা), মুসলিম মনীষী ও জাতীয় নেতৃবৃন্দের স্মরণসভা এবং ইসলামের মৌলিক ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা সভা, সেমিনার-সিম্পোজিয়াম, তাফসীর, দরসে হাদীস, বিষয়ভিত্তিক ওয়াজ-মাহফিল, ঈদ, ঈদে মিলাদুন্নবী (সা) প্রভৃতি উপলক্ষে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ ও পরিচালনা, স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে অনুষ্ঠিতব্য কিরাআত ও হিফয প্রতিযোগিতার প্রতিযোগী বাছাইসহ ইসলামের শিক্ষা ও আদর্শ প্রচারের লক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা দীনী দাওয়াত ও সংস্কৃতি বিভাগের অন্যতম কাজ। এ বিভাগের অনুবাদ শাখাথেকে বিদেশগামীদের বিভিন্ন সনদ, ডকুমেন্টস ও চিঠিপত্র আরবি-ইংরেজি-বাংলায় অনুবাদ করা হয়। এ বিভাগের অধীনে পরিচালিত আধুনিক আরবী ভাষা শিক্ষা কেন্দ্রকে পূর্ণাঙ্গ ভাষাইনস্টিটিউটে উন্নীত করা হয়েছে।

১৯৯৪ সাল হতে ২০১১ সাল পর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী দীনী দাওয়াত ও সংস্কৃতি বিভাগের অধীনে নির্বাচিত ১১০জন প্রতিযোগী সৌদী আরব, দুবাই, লিবিয়া, মালয়েশিয়া, ইরান, মিসর, জর্দান, তুরস্ক, আলজেরিয়া, ভারত ও পাকিস্তানসহ ১২/১৩টি দেশে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক হিফজ, কিরআত ও তাফসীর প্রতিযোগিতায় ১ম, ২য়, ৩য় স্থানসহ বিভিন্ন স্তরে পুরস্কার পেয়েছেন। তাদের প্রাপ্ত পুরস্কারের পরিমাণ বাংলাদেশী মুদ্রায় প্রায় ৪০ (চল্লিশ) কোটি টাকা এবং স্বর্ণ মুদ্রার পরিমাণ সর্বমোট ৫০ ভরি।

প্রকাশনা বিভাগঃ

ইসলামের মৌলিক বিষয়াবলি, কুরআন ও কুরআন সম্পর্কিত, মহানবী (সা)-এর সীরাত ও হাদীস সম্পর্কিত, ইসলামের ইতিহাস ও ঐতিহ্য, ইসলামের আইন, তাফসীর, কুরআন, হাদীস, দর্শন, মুসলিম মনীষীদের জীবনী, ইসলামী অর্থনীতি, নারী, যৌতুক, মানবাধিকার ও শিশু-কিশোর উপযোগী চরিত্র গঠনমূলক সাহিত্য ইত্যাদি বিষয়ে পুস্তক প্রকাশের মাধ্যমে ইসলামী আদর্শ, মূল্যবোধ ও শিক্ষার প্রচার ও প্রসার এ বিভাগের প্রধান কাজ। এ উদ্দেশ্যে প্রকাশনা বিভাগ এ পর্যন্ত ৩,৩০০ শিরোনামের পুস্তক প্রকাশ করেছে। সেই সঙ্গে এ বিভাগ থেকে 'অগ্রপথিক' ও 'সবুজ পাতা' নামে দু'টি মাসিক পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশ হয়ে আসছে। ইসলামিক ফাউন্ডেশন থেকে প্রকাশিত পুস্তকের চাহিদা বৃদ্ধির সাথে সাথে পুনর্মুদ্রণের হারও বৃদ্ধি পাচ্ছে। ইতিমধ্যে কুরআনুল করীমের বাংলা অনুবাদের ৪৮তম সংস্করণ মুদ্রিত হয়েছে। তাফসীর, সীরাত, জীবনীগ্রন্থ, ইসলামের ইতিহাস-ঐতিহ্য ও শিশুতোষ গ্রন্থগুলো ২ থেকে ২০ বার পর্যন্ত এই বিভাগ থেকে পুনর্মুদ্রণ হয়েছে। প্রকাশিত যাবতীয় পুস্তক ও পত্রিকা বিক্রয় করাও এ বিভাগের দায়িত্ব। ২০১০-২০১১ অর্থ বছরে নীট ৪.৮০ কোটি টাকার বই বিক্রি করা হয়েছে। প্রকাশিত পুস্তকের স্টোর ব্যবস্থাপনার কাজও এ বিভাগ করে থাকে।

গবেষণা বিভাগঃ

ইসলামের মৌলিক ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং কুরআন ও হাদীস সম্পর্কে গবেষণাকর্ম পরিচালনা ও প্রকাশনা, গবেষণালব্ধ বিষয়াবলি পুস্তকাকারে প্রকাশ এবং গবেষণামূলক বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন এ বিভাগের অন্যতম প্রধান কাজ। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের ইসলামের প্রচার ও প্রসারের ইতিহাস, দেশবরেণ্য সাহিত্যিক ও ইসলামী চিন্তাবিদগণের জীবন ও কর্ম, আল-কুরআনে অর্থনীতি, Scientific Indications in the Holy Quran, Muslim Contribution to Science & Technologyসহ উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মূল্যবান গ্রন্থ গবেষণা বিভাগের মাধ্যমে ইতিমধ্যে প্রকাশিত হয়েছে। দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম, ছোটদের বিশ্বকোষ, বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন, অল-কুরআনের বিষয়ভিত্তিক আয়াত, জরুরী ফাতাওয়া ও মাসাইল শীর্ষক গ্রন্থ এর মধ্যে অন্যতম। এ ছাড়া হাদীস ও সামাজিক বিজ্ঞান, হাদীসের আলোকে হানাফী মাযহাবের তত্ত্ব ও দর্শন সম্পর্কিত মাসাইলে আহনাফ, আরবী-বাংলা ও বাংলা-আরবী অভিধান, আইন ও

সামাজিক বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে গ্রন্থাদি প্রণয়নসহ বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়েছে। গবেষণা বিভাগ থেকে বিভিন্ন বিষয়ে এ পর্যন্ত ১২৬টি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। বর্তমানে দেশের বিদগ্ধ গবেষকদের সাথে যোগাযোগ স্থাপন, তাদের গবেষণা কর্ম মূল্যায়ন ও গবেষক সৃষ্টির জন্য সহায়ক পরিবেশ উন্নয়ন এবং নতুন নতুন গবেষণা-ক্ষেত্র যেমন ইসলামী ব্যাংকিং, জাতীয় পাঠক্রম, ইসলামী দাওয়াত ও সংস্কৃতির মূলধারা ইত্যাদি বিষয়ে গবেষণার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। 'ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা' শীর্ষক একটি গবেষণামূলক ত্রৈমাসিক পত্রিকাও এ বিভাগের তত্ত্বাবধানে বিগত ৫০ বছর যাবত নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে।

অনুবাদ ও সংকলন বিভাগঃ

কুরআনুল করীমের অনুবাদ, তাফসীর, হাদীসগ্রন্থ ও ইসলামের বিভিন্ন মৌলিক বিষয়ে বিভিন্ন ভাষায় লিখিত প্রসিদ্ধ, ক্লাসিক্যাল এবং আধুনিক গ্রন্থাদি অনুবাদ ও সংকলন করা এ বিভাগের কাজ। অনুবাদ ও সংকলন বিভাগের মাধ্যমে সিহাহ্ সিত্তাহ্ পূর্ণাঙ্গ সেট, যেমন বুখারী শরীফ, মুসলিম শরীফ, তিরমিযী শরীফ, নাসাঈ শরীফসহ মুয়াত্তা ইমাম মালিক ও মুয়াত্তা ইমাম মুহাম্মদ, তাজরীদুস সিহাহ্ (পুনরাবৃত্তিমুক্ত সহীহ্ হাদীস) ইত্যাদি হাদীসগ্রন্থের অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে। তাছাড়া অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ থেকে তাফসীরে মা'আরেফুল কোরআন, তাফসীরে জালালাইন, তাফসীরে ইবনে কাছীর, তাফসীরে তাবারী, তাফসীরে মাজেদী, তাফসীরে মাযহারী, তাফসীরে উসমানী, তাফসীরে ইবনে আববাস, ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী, আল-হিদায়া এবং আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া (ইসলামের

ইতিহাস : আদি-অন্ত), সীরাতে ইবনে ইসহাক, সীরাতে ইবনে হিশাম এবং আসাহ্হুস্ সিয়ার, সীরাতুল মুস্তফা-এর বাংলা অনুবাদসহ সীরাত বিষয়ক ১২টি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। এ পর্য ন্ত এ বিভাগ থেকে মোট৩৬১টি পুস্তক প্রকাশিত হয়েছে। তাফসীরে কাবীর ও তাফসীরে রুহুল মা'আনী ও সাফাওয়াতুত তাফসীর-এর অনুবাদ চলছে। তাফসীরে কাবীর-এর প্রথম খন্ডটি ইতোমধ্যে প্রকাশ করা হয়েছে।

ইসলামী বিশ্বকোষ বিভাগঃ

দেশের প্রখ্যাত ও প্রথিতযশা ইসলামী চিন্তাবিদ, আলিম, বিজ্ঞানী, গবেষক, শিক্ষক ও দেশবরেণ্য বুদ্ধিজীবীগণ কর্তৃক মৌলিকভাবে লিখিত, অন্য ভাষা থেকে অনূদিত ও সম্পাদিত ইসলাম সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ ও প্রয়োজনীয় বিষয়াবলি সম্বলিত বাংলায় ইসলামী বিশ্বকোষ প্রকাশের লক্ষ্যে 'ইসলামী বিশ্বকোষ প্রকল্প' গ্রহণ করা হয়। বাংলায় ২ খন্ডে সমাপ্ত সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষসহ ২৮ খন্ডে সমাপ্ত বৃহত্তর ইসলামী বিশ্বকোষ ইতোমধ্যে প্রকাশিত হয়েছে। ইসলামী বিশ্বকোষ দ্বিতীয় সংস্করণের কাজ চলছে। ইতোমধ্যে এর ৭টি খন্ড প্রকাশিত হয়েছে। 'সীরাত বিশ্বকোষ' নামে ২২ খন্ডে সমাপ্য আরেকটি প্রকল্পের কাজ চলছে। এতে আম্বিয়ায়ে কিরাম (আ), রাসূলুল্লাহ্ (সা) ও সাহাবায়ে কিরাম (রা)-এর জীবনী স্থান পাবে। ইতিমধ্যে এ কার্য ক্রমের আওতায়১৪টি খন্ড প্রকাশিত হয়েছে এবং অন্যান্য খন্ড শীঘ্রই প্রকাশিত হবে। 'আল-কুরআন বিশ্বকোষ' শিরোনামে মোট দশ খন্ডে সমাপ্য আরো একটি বিশ্বকোষ প্রণয়নের কাজ চলছে।

ইমাম প্রশিক্ষণ একাডেমীঃ

ইসলামিক ফাউন্ডেশনের অন্যতম একটি বিভাগ হচ্ছে ইমাম প্রশিক্ষণ একাডেমী। ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, বরিশাল, দিনাজপুর ও সিলেট এই ৭টি কেন্দ্রের মাধ্যমে মসজিদের ইমাম ও মুয়াজ্জিনগণকে ইসলামের মৌলিক বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান দানের পাশাপাশি গণশিক্ষা, পরিবার কল্যাণ, কৃষি ও বনায়ন, পশু-পাখী পালন ও মৎস্য চাষ, প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্য া ও প্রাথমিক চিকিৎসা বৃক্ষ রোপণ ও গবাদি পশু চিকিৎসা ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করে তাদেরকে উপার্জনক্ষম এবং দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অবদান রাখার মত উপযুক্ত করে গড়ে তোলাই ইমাম প্রশিক্ষণের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। সারা দেশে ১৯৫ জন জনবলের মাধ্যমে উক্ত কার্য ক্রম পরিচালিত হয়। শুরু থেকে ৭টি কেন্দ্রের মাধ্যমে মোট ৭০২০২ জন ইমামকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

ইমাম মুয়াজ্জিন কল্যাণ ট্রাস্ট: ইমাম ও মুয়াজ্জিনগণকে আর্থি কভাবে স্বাবলম্বী করে তোলার লক্ষ্যে সংসদে১ জুলাই ২০০১ সালে এ্যাক্ট পাসের মাধ্যমে 'ইমাম ও মুয়াজ্জিন কল্যাণ ট্রাস্ট' গঠিত হয়। ১ জন চেয়ারম্যান, ১ জন সদস্য-সচিব ও ৭ জন সদস্য সমন্বয়ে একটি ট্রাস্ট বোর্ডে র মাধ্যমে ইমাম ও মুয়াজ্জিন কল্যাণ ট্রাস্টপরিচালিত হয়ে আসছে। ইমাম ও মুয়াজ্জিনদের কল্যাণার্থে এর আওতায় সরকার একটি ট্রাস্ট ফান্ড গঠন করেছে। দেশের যে কোন মসজিদের ইমাম ও মুয়াজ্জিন মাসিক ১০/- (দশ) টাকা হারে চাঁদা দিয়ে এ ট্রাস্টের সদস্য হতে পারেন। ট্রাস্ট ফান্ডের লভ্যাংশ থেকে এ যাবত সুদমুক্ত ঋণ হিসেবে ৩৯৩ জন ইমাম ও মুয়াজ্জিনকে ৩৫,১৭,৫০০/- টাকা এবং এককালীন সাহায্য হিসেবে ৬০৯ জন ইমাম ও মুয়াজ্জিনকে ৩৪,৫৮,০০০/- টাকা বিতরণ করা হয়েছে।

ইসলামিক ফাউন্ডেশন লাইব্রেরীঃ

ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ের উপর গবেষণাসহ সর্ব স্তরের জনগণের মধ্যেইসলামী জ্ঞান বিকাশের সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টির লক্ষ্যে ইসলামিক ফাউন্ডেশন কেন্দ্রীয় লাইব্রেরীর কার্য ক্রম শুরু হয়। বর্তমানে ইসলামিক ফাউন্ডেশন কেন্দ্রীয় লাইব্রেরীতে হযরত উসমান (রা)-এর সময়ের পবিত্র কুরআন শরীফ মাসহাফে উসমানী, রাজশাহী জেলার বাসিন্দা স্কুল শিক্ষক মোহাম্মদ হামিদুজ্জামানের হস্তলিখিত ৬১ কেজি ওজনের ১১০০ পৃষ্ঠার সর্ব বৃহৎ কুরআন অন্ধদের জন্য ব্রেইল কুরআন শরীফ, পৃথিবীর সবচেয়ে ছোট কুরআন শরীফ, বার্মি জ, তাজিকি এবং ইন্দোনেশিয়ান ভাষা-ভাষীদের জন্য পবিত্র কুরআন শরীফের অনুবাদ গ্রন্থসহ বিভিন্ন ছাপায় পবিত্র কুরআন শরীফ,

তাফসীর গ্রন্থ, হাদীসগ্রন্থ, ইসলামী সাহিত্য, চিকিৎসা বিজ্ঞান, ইসলাম ও বিজ্ঞান, ইসলামী অর্থ নীতি ইসলামী দর্শ ন ইসলামের ইতিহাস, ইসলামী আইন, বিভিন্ন ভাষায় অভিধান ও বিশ্বকোষ এবং শিশু সাহিত্যসহ বিভিন্ন বিষয়ের উপর প্রায় এক লক্ষ বার হাজার পুস্তক রয়েছে। এ লাইব্রেরীটি বর্তমানে বাংলাদেশের সর্ব বৃহৎ ইসলামিক লাইব্রেরী হিসাবে পরিচিতি লাভ করেছে। এ ছাড়া সাপ্তাহিক ও সাময়িকী মিলিয়ে প্রায় ৪০টি পত্রিকা রাখা হয়। এ লাইব্রেরী ভবনের নীচতলায় বাংলাদেশের কৃষ্টি কালচার ও ইসলামী কৃষ্টি কালচারের সমন্বয়ে সৌন্দর্য মন্ডিত একটি প্রদর্শ নীহল রয়েছে। সকল পাঠক ও গবেষকগণের উক্ত প্রদর্শ নী হল পরিদর্শ ন করার সুযোগ রয়েছে। লাইব্রেরীর জন্য ওয়েবসাইট চালু করে লাইব্রেরীকে দেশ-বিদেশের পাঠকদের নাগালে পৌঁছানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। ফলে বিশ্বের যে-কোন স্থান থেকে যে-কোন পাঠক ইন্টারনেট-এর মাধ্যমে লাইব্রেরী সেবা গ্রহণ করতে পারবেন।

ইসলামিক ফাউন্ডেশন ছাপাখানাঃ

ইসলামী গ্রন্থাবলি ও পত্র-পত্রিকা প্রকাশনার ব্যাপক কার্য ক্রম পরিচালনার সুবিধার্থে ইসলামিক ফাউন্ডেশনএর নিজস্ব একটি ছাপাখানা রয়েছে। ১০০১-২০০৫ খ্রি. মেয়াদে ৯.৯৯ কোটি টাকা ব্যয়ে একটি প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে বিদ্যমান ছাপাখানাকে আধুনিকীকরণ করা হয়। এই প্রকল্পের আওতায় প্রেসের জন্য পৃথক দ্বিতল একটি ভবন তৈরী করা হয়। পরবর্তীতে ২০০৮-২০০৯ অর্থ বছরে'ইসলামিক ফাউন্ডেশনের বিদ্যমান ছাপাখানার উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ' শীর্ষ ক প্রকল্পের আওতায়১,৪৮৪.৫০ লক্ষ টাকার অত্যাধুনিক চারটি হাইডেলবার্গ, ১টি সিটিপি, ১টি কাটিং ও ১টি অটোমেটিক ফোল্ডিং মেশিন আমদানী করা হয়। ২০০৯-২০১০ অর্থ বছরে সংশোধিত (রিভাইজড) প্রকল্পের মাধ্যমে প্রেসে সংস্থাপন করা হয় ১টি ও.এম.আর. মিনি অফসেট মেশিন, ফয়েল প্রিন্টিং মেশিন, স্টিচিং মেশিন, ফ্লাড বেড স্ক্যানার, কম্পিউটার। এছাড়াও ডিজিটাল সিকিউরিটি সংক্রান্ত আর্চ ওয়ে মেটাল ডিটেক্টর ভিডিও রেকর্ডি ংসহ সিসি ক্যামেরা এক্সেস কন্ট্রোল মেশিন সংযুক্ত করা হয়। ডিজিটাল সিকিউরিটিসহ অত্যাধুনিক প্রিন্টিং মেশিন সংস্থাপন হওয়াতে প্রেসটি একটি

অত্যাধুনিক ছাপাখানায় পরিণত হয়েছে। ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রেস-এর জন্য একটি অটোনাম্বারিং, অটোফারপোরেটিংমেশিন ক্রয়ের কাজ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। অর্গানোগ্রাম অনুযায়ী ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রেসে১০৩টি পদ রয়েছে। তন্মধ্যে ৫ (পাঁচ) জন কর্মকর্তা ও ৭৭জন কর্মচারী রয়েছে।

যাকাত বোর্ড ঃ

১৯৮২ সালের ৫ জুন যাকাত বোর্ড গঠন করা হয়। যাকাত বোর্ড পরিচালনা করার জন্য দেশের খ্যাতনামা মনীষীদের সমন্বয়ে গঠিত১৩ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি রয়েছে। সরকার কর্তৃক গঠিত যাকাত ফান্ডে প্রাপ্ত অর্থ দিয়ে সমাজের অসহায় ও দুঃস্থদের স্বাবলম্বী করার লক্ষ্যে বিভিন্ন ধরনের কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। প্রধানত দুস্থ অসহায়দের পুনর্বাসনে সহায়তা দেওয়াই গৃহীত কর্মসূচির মুখ্য উদ্দেশ্য। কর্মসূচিসমূহ নিম্নরূপঃ

(ক) টঙ্গী শিশু হাসপাতাল পরিচালনা, (খ) সেলাই প্রশিক্ষণ প্রকল্প, (গ) দরিদ্র শিক্ষার্থীদের মাঝে শিক্ষা উপকরণ বিতরণ, (ঘ) মেধাবী ও দরিদ্র ছাত্রছাত্রীদের বৃত্তি প্রদান, (ঙ) রিক্সা/ভ্যান ও সেলাই মেশিন প্রদান, (চ) বিধবা পুনর্বাসনের লক্ষ্যে হাঁসমুরগী/গরু-ছাগল প্রদান, (ছ) নদী ভাঙ্গন এলাকায় গৃহহীনদের গৃহনির্মাণ (জ) মোটর ড্রাইভিং প্রশিক্ষণ প্রদান, (ঝ) ক্ষুদ্র ব্যবসায়ে পুঁজি প্রদান ইত্যাদি।

বায়তুল মুকাররম মসজিদ কমপ্লেক্সঃ

রাজধানী ঢাকায় একটি বৃহৎ মসজিদ নির্মাণ এবং এর মাধ্যমে ইসলামী শিক্ষার প্রচার ও প্রসার ইসলামী পুস্তক ও সাময়িকী প্রকাশ, মুসলিম বেকারদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা, দারুল উলূম ও দারুল ইফতা প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি ব্যাপক কর্মসূচিকে সামনে রেখে আলহাজ্জ আবদুল লতিফ ইবরাহীম বাওয়ানী প্রমুখ শিল্পপতির উদ্যোগে ১৯৫৯ সালে 'বায়তুল মুকাররম সোসাইটি' নামক একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয়। মসজিদ নির্মাণ ও উল্লিখিত কর্মসমূহের ব্যয়ভার নির্বাহের জন্য মসজিদ সংলগ্ন একটি মার্কেটও প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। ১৯৬০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে এ মসজিদের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়। বায়তুল মুকাররম কমপ্লেক্স-এর নকশা প্রণয়ন করেন প্রখ্যাত স্থপতি জনাব আবুল হোসেন থারিয়ানী। সরকারি উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় এবং সৌদী সরকারের অর্থায়নে৮.৩০ একর জমির উপর প্রতিষ্ঠিত সাত তলাবিশিষ্ট এ মসজিদের শোভা বর্ধন এবং উন্নয়নের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। বর্তমানে মূল মসজিদ এবং উত্তর, দক্ষিণ ও পূর্ব সাহান মিলিয়ে সর্বমোট পঁয়ত্রিশ সহস্রাধিক মুসল্লী একত্রে নামায আদায় করতে পারেন। মসজিদের অভ্যন্তরে ওযুর ব্যবস্থাসহ মহিলাদের জন্য পৃথক নামায কক্ষ ও পাঠাগার রয়েছে। মসজিদের নিচতলায় রয়েছে একটি বৃহত্তর মার্কেট কমপ্লেক্স।

বাংলাদেশ হজ্জ অফিস, মক্কা

হজ্জ ব্যবস্থাপনার মূল কাজটি সম্পাদিত হয় সৌদি আরবের মক্কা আল-মোকাররমায়। সৌদি আরবের সার্বিক হজ্জ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম সম্পাদনের দায়িত্ব কাউন্সেলর (হজ্জ)-এর উপর ন্যস্ত। হজ্জ সংশ্লিষ্ট মুয়াসসাসা অফিস, মোয়াল্লেম অফিস, সৌদি হজ্জ মন্ত্রণালয়, বাড়ী ও বাড়ীর মালিক, ইউটিলিটি সার্ভিস অফিসসমূহ মক্কায় অবস্থিত। কাউন্সেলর(হজ্জ) এর কার্যালয়(হজ্জ অফিস) জেদ্দায় কনসুলেট জেনারেল অব বাংলাদেশ ভবনে থাকার ফলে কাউন্সেলর(হজ্জ)-কে প্রতিনিয়ত জেদ্দা-মক্কা-জেদ্দা যাতায়াত করে হজ্জের কার্যক্রম সম্পাদন কতে হতো। এতে অহেতুক সময়ের ও সরকারি অর্থের অপচয় হতো। এ বিষয়টির গুরুত্ব সহকারে বিবেচনায় নিয়ে সুষ্ঠু হজ্জ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে হজ্জ অফিস জেদ্দা হতে মক্কায় স্থানামত্মরিত হয়। হজ্জ মিশন মক্কায় স্থাপনের ফলে একদিকে যেমন হাজীরা তাঁদের প্রাপ্য সেবা দ্রুততম সময়ে পাচ্ছেন অন্যদিকে তেমনি বাংলাদেশ হজ্জ অফিসেরও হজ্জ ব্যবস্থাপনা সরাসরি তত্ত্বাবধান সহজতর হয়েছে।

কার্য াবলীঃ

(১) হজ্জ অফিসের বাজেট প্রণয়ন, বাজেট পেশ ও বাজেট সমর্প ন।
(২) হজ্জ অফিসের ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্ম চারী নিয়োগ/পদোন্নতি প্রদান, টাইম স্কেল ও সিলেকশন গ্রেড প্রদান, শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ, ছুটি, অবসর প্রদান, বিদেশ ভ্রমণ ইত্যাদি বিষয়ক ব্যবস্থা গ্রহণ।
(৩) প্রশাসনিক ব্যবস্থাদি যথাযথভাবে নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করা।
(৪) হজ্জযাত্রীদের বিমানযোগে সৌদি আরব প্রেরণ।
(৫) হজ্জক্যাম্প তত্ত্বাবধান, হজ্জ মৌসুমে ক্যাম্প প্রসত্মতকরণ এবং ক্যাম্পে অবস্থানরত হজ্জযাত্রীদের সার্বি ক তত্ত্বাবধান।
(৬) সৌদি আরব যাত্রার প্রাক্কালে হজ্জক্যাম্পে হজ্জযাত্রীদের আবাসনের ব্যবস্থা গ্রহণ ও হজ্জক্যাম্পে প্রয়োজনীয় অন্যান্য সেবা প্রদান।
(৭) হজ্জ গাইড, নির্দে শিকা, চুক্তিপত্র, আবেদনপত্র, পরিচয়পত্র, কব্জিবেল্ট, কিটব্যাগ এবং অন্যান্য সামগ্রী মন্ত্রণালয় থেকে সংগ্রহ ও বিতরণ।
(৮) আন্তর্জাতিক পাসপোর্ট ও ব্যাংক ড্রাফটসহ আবেদন গ্রহণ।
(৯) ভিসা সংগ্রহের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ।
(১০) হজ্জযাত্রীদের আবেদনপত্র, পুলিশ ছাড়পত্র ও স্বাস্থ্যসনদ সংগ্রহ।
(১১) হজ্জযাত্রীদের প্রশিক্ষণ প্রদান ও প্রয়োজনে বেসরকারি এজেন্সির নিজস্ব উদ্যোগে প্রশিক্ষণে সহায়তা প্রদান।
(১২) হজ্জ সংশ্লিষ্ট সকল সংস্থার সাথে সমন্বয় ও হজ্জক্যাম্পে সেবাদানকারী অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের তত্ত্বাবধান।
(১৩) সরকারি ব্যবস্থাপনায় হাজীদের জন্য ঘোষিত প্যাকেজ অনুযায়ী সৌদি আরবে আবাসনবণ্টন এবং আবাসন বরাদ্দবণ্টন ওয়েবসাইটে প্রকাশ।
(১৪) তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে হজ্জ সংক্রান্ত তথ্য সংরক্ষণ, সরবরাহ এবং ওয়েবসাইট হালনাগাদের ব্যবস্থা গ্রহণ। আবেদনপত্র, চুক্তিপত্র, ডিজিটাল ফরম, গাইড বই, নির্দে শিকা, নির্ব াচিত হজ্জযাত্রীদের তালিকা, তাঁদের ব্যক্তিগত তথ্য, হজ্জনীতি, হজ্জ প্যাকেজ ও বিমান সিডিউল সংগ্রহ; এ ছাড়াও হজ্জ এজেন্সির নিকট থেকে প্রাপ্ত হজ্জ বিষয়ক সফট্ কপিসহ হজ্জ সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য ওয়েবসাইটএ প্রকাশ। ওয়েবসাইটে হজ্জকালীন নিয়মিত বুলেটিন প্রকাশ ও আপডেট-এর ব্যবস্থা গ্রহণ। হজ্জ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত ওয়েবসাইট/ইন্টারনেটে প্রাপ্ত বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব প্রদান।
(১৫) হজ্জযাত্রীদের টিকা প্রদানসহ হজ্জক্যাম্পে চিকিৎসার জন্য হেলথসেন্টার স্থাপন, সৌদি আরবে হজ্জযাত্রীদের করণীয়, বিমান ভ্রমণ সম্পর্কে আরোহনকালীন হজ্জযাত্রীদের কর্তব্য, বিমানের টার্মি নালে আগমন-বহির্গ মনকালীন ধৈর্য্যসহিষ্ণুতা সম্পর্কিত সুস্পষ্ট ধারণা প্রদানের জন্য হজ্জক্যাম্পে সিটিজেন চার্ট ার স্থাপন, প্রয়োজনে প্রজেক্টরের মাধ্যমে হজ্জযাত্রীদের অবহিত করণের ব্যবস্থা গ্রহণ ।
(১৬) সরকারি ব্যবস্থাপনার হজ্জ যাত্রীদের ফ্লাইট সিডিউল নির্ধ ারণ, টিকেট সংগ্রহ এবং বিতরণ ও এতদসংক্রান্ত কাজের সমন্বয়।
(১৭) হজ্জ এজেন্সি ও হজ্জযাত্রীদের মধ্যে উদ্ভূত সমস্যা নিরসনে পদক্ষেপ গ্রহণ।
(১৮) হজ্জযাত্রীরে কাসটমস, অন্যান্য কার্য ক্রম হজ্জক্যাম্প হতে সম্পাদনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ এবং এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষসহ সিভিল এভিয়েশন কর্তৃপক্ষের সাথে সমন্বয়।
(১৯) ইমিগ্রেশন কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে হজ্জযাত্রীদের গমন ও প্রত্যাগমনের সংখ্যা অবহিত হয়ে উক্ত তথ্য মক্কাস্থ হজ্জ অফিসে প্রেরণ।
(২০) হজ্জ ব্যবস্থাপনার নিমিত্ত সরকার কর্তৃক অর্পি ত যে কোন দায়িত্ব পালন।
(২১) সরকারি ব্যবস্থাপনায় প্রতি ৪৫জন হজ্জযাত্রীর জন নিয়োজিত একজন গাইডের ভিসা/ডিকেট এবং আবাসন এর ব্যবস্থা গ্রহণ। স্ব স্ব দলের সাথে গাইডের অবস্থান নিশ্চিতকরণ।
(২২) হজ্জ অফিস মক্কা/মদিনা কর্তৃক নিয়োগকৃত আইটি ফার্মে র মাধ্যমে হজ্জকর্মীদের নাম/ঠিকানা ও দায়িত্ববণ্টন আদেশ সংগ্রহ করে তা সংশ্লিষ্ট হজ্জ গাইডদের প্রদান করা এবং হজ্জ গাইডদের দায়িত্ববণ্টন আদেশ মক্কা/মদিনা মিশনে জানানো যাতে হজ্জকর্মীগণের সাথে গাইডদের কাজের সমন্বয় থাকে।
(২৩) সৌদি আরবে মৃত্যুবরণকারী হাজীর অব্যবহৃত বিমান টিকেটের মূল্য বিমান কর্তৃপক্ষের নিকট হতে সংগ্রহ করে মৃতের নমিনীকে প্রদান।
(২৪) সৌদি আরবে দূর্ঘ টনাজনিত কারণে মৃত্যুবরণকারী হাজীর জীবন ক্ষতিপূরণ আদায় পূর্ব ক নমিনীকে ফেরত প্রদান।
(২৫) হাজীদের মৃত্যু সংবাদ মৃতের নমিনীকে অবহিতকরণ।
(২৬) ওমরাহ ব্যবস্থাপনায় ওমরাহ যাত্রীদের সৌদি ভিসা প্রক্রিয়াকরণ।
(২৭) ওমরাহ লাইসেন্স ও অন্যান্য ডকুমেন্ট সত্যয়ন।
(২৮) ওমরাহ বিষয়ে সৌদি দূতাবাস, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ দূতাবাস, সৌদি আরব এবং কনসল জেনারেল জেদ্দা এর সাথে যোগাযোগ।
(২৯) চট্টগ্রাম হাজীক্যাম্প এর ৯.৩৫ একর জমি ও সম্পত্তির তত্ত্বাবধান।
(৩০) চট্টগ্রাম হাজীক্যাম্পের দালান কোঠা বিভিন্ন সরকারী দপ্তর/সংস্থার নিকট ভাড়া প্রদান এবং ভাড়া আদায়।

বাংলাদেশ ওয়াক্ফ প্রশাসন

পরিচিতিঃ

বাংলাদেশ ওয়াক্ফ প্রশাসন একটি ধর্মীয়, সামাজিক ও সেবামূলক স্ব-শাসিত সংসহা। বিগত ১৯৩৪ সালের বেঙ্গল ওয়াক্ফ এ্যাক্ট এর মাধ্যমে এ সংস্থার সৃষ্টি হয়। বর্তমানে১৯৬২ সনের ওয়াক্ফ অধ্যাদেশ অনুযায়ী বাংলাদেশ ওয়াকফ প্রশাসন পরিচালিত হয়।

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ

ওয়াকিফের উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন সহ ওয়াক্ফ এষ্টেট সমূহের তদারকি, নিয়ন্ত্রন ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করাই এ সংস্থার মূল লক্ষ্য।

সাংগঠনিক কাঠামোঃ

বাংলাদেশ ওয়াক্ফ প্রশাসন ৪ নিউ ইস্কাটন রোড, ঢাকায় নিজস্ব ভবনে অবস্থিত। অর্গ ানোগ্রাম অনুযায়ী প্রধান কার্য ালয়ের অনুমোদিত পদ ৪৮টিঃ ১ (এক) জন ওয়াক্ফ প্রশাসক, ২(দুই) জন উপ ওয়াক্ফ প্রশাসক, ৭(সাত) জন সহকারী ওয়াক্ফ প্রশাসক এবং অন্যান্য ৩৮ জন সাপোর্টি ং স্টাফ। এছাড়া২১টি জেলা কার্য ালয় রয়েছে। প্রতিটি জেলা কার্য ালয়ে১ জন পরিদর্শ ক, ১ জন নিরীক্ষক, ১ জন এম.এল.এস.এস রয়েছে। জেলা কার্য ালয়সমূহের মোট অনুমোদিত জনবল৬৩ জন।

কার্য াবলীঃ

১৯৩৪ সালের বেঙ্গল ওয়াক্ফ এ্যাক্টের মাধ্যমে ওয়াক্ফ প্রশাসনের সৃষ্টি হয় এবং উক্ত আইনবলে ওয়াক্ফ কমিশনারের কলিতাকাস্থ কার্য ালয়েওয়াক্ফ এস্টেটসমূহ তালিকাভুক্তির কার্য ক্রম শুরু হয়। অতঃপরওয়াক্ফ এস্টেটসমূহের প্রশাসন, নিয়ন্ত্রণ ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার জন্য ওয়াক্ফ অধ্যাদেশ-১৯৬২ জারী করা হয়। উক্ত অধ্যাদেশ অনুযায়ী বর্তমানে ওয়াক্ফ প্রশাসনের আওতায় নিম্নবর্ণি ত কার্য াবলী সম্পাদিত হয়ে থাকে।

(ক) ওয়াক্ফ এস্টেটসমূহের অন্তর্ভূ ক্ত সম্পত্তির জরিপ কার্য ক্রম গ্রহণ করেওয়াক্ফ সম্পত্তি চিহ্নিত করণ।

(খ) ওয়াক্ফ এস্টেটসমূহের ব্যবস্থাপনা এবং ইহার তহবিল পরিচালনার জন্য প্রযোজ্য ক্ষেত্রে কমিটি গঠনের ব্যবস্থা গ্রহণ।

(গ) বিশ্বাস ভঙ্গ, মন্দ ব্যবস্থাপনা, অবৈধ কার্য, তহবিল তছরূপ ইত্যাদি কারণে মোতাওয়াল্লীকে অপসারণ এবং কোন এস্টেটের মোতাওয়াল্লী শূন্য থাকলে উক্ত এস্টেটে মোতাওয়ালী নিয়োগের ব্যবস্থা গ্রহণ।

(ঘ) ওয়াক্ফ সম্পত্তি সরকারের অনুমতিক্রমে এবং ওয়াক্ফের উন্নতিকল্পে ও হিতার্থে ইহার যে কোন অংশ হস্তান্তরের অনুমতি প্রদান। বর্তমানে এ সংক্রান্ত একটি বিধিমালা প্রণয়নের কাজ চলছে।

(ঙ) বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে কোনমাজার, ঈদগাহ, ইমামবাড়া বা অন্য কোন ওয়াক্ফ সম্পত্তির প্রশাসন, নিয়ন্ত্রণ, ব্যবস্থাপনা ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব গ্রহণ।

(চ) ওয়াক্ফ প্রশাসকের আদেশের বিরুদ্ধে জেলা জজ আদালতে কিংবা মহামান্য সুপ্রম কোর্টে র হাইকোর্ট বিভাগ/মাননীয় আপীল বিভাগে দায়েরকৃত মামলা-মোকদ্দমা সরকারের পক্ষে পরিচালনা।

(ছ) ওয়াক্ফ অধ্যাদেশ-১৯৬২ এর ৩৬ ধারা মোতাবেক জেলা প্রশাসক অথবা অন্য কোন প্রতিনিধির মাধ্যমে প্রশাসকের ক্ষমতা প্রয়োগ।

(জ) অ-তালিকাভুক্ত ওয়াক্ফ এস্টেট তালিকাভুক্তির ব্যবস্থা গ্রহণ।

(ঝ) ওয়াক্ফ অধ্যাদেশ-১৯৬২ অনুসারে কোন সম্পত্তি ওয়াক্ফ কিনা এতদসম্পর্কে সিদ্ধান্ত প্রদান।

(ঞ) মোতাওয়াল্লী কর্তৃক দাখিলকৃত ওয়াক্ফ এস্টেটের আয়-ব্যয়ের হিসাব নিরীক্ষা করা ও অডিট প্রতিবেদনের উপর প্রয়োজনীয় আদেশ প্রদান।

(ট) জেলা প্রশাসকের প্রশাসকের মাধ্যমে ওয়াক্ফ সম্পত্তি হতে অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের উচ্ছেদের কার্য ক্রম গ্রহণ এবংওয়াক্ফ এস্টেট সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার ক্ষেত্রে বিঘ্ন সৃষ্টিকারীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ।

(ঠ) ওয়াক্ফ এস্টেটের মোতাওয়াল্লী/কমিটির নিকট হতে প্রতি বছর সংশ্লিষ্ট ওয়াকফের নীট আয়ের ৫% হারে ওয়াক্ফ চাঁদা আদায়ের ব্যবস্থা গ্রহণ।

(ড) ওয়াক্ফ অধ্যাদেশ-১৯৬২ এর ৭৩ ও ৭৪ ধারা অনুযায়ী ওয়াক্ফ তহবিল-এর বিনিয়োগ ও যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ।

(ঢ) প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ওয়াক্ফ সম্পত্তির স্বার্থ রক্ষার্থে মামলা দায়ের।

(ণ) সরকার কর্তৃক ওয়াক্ফ সম্পত্তি হুকুম দখল/অধিগ্রহণের অর্থ জেলা প্রশাসকের নিকট হতে গ্রহণ করত যথাযথভাবে বিনিয়োগ। উক্ত অর্থ দ্বারা এস্টেটের নামেসম্পত্তি ক্রয়ের ব্যবস্থা গ্রহণ।

(ত) ওয়াক্ফের যথাযথ নিয়ন্ত্রণ, রক্ষণাবেক্ষণ ও প্রশাসনের জন্য প্রয়োজনীয় যাবতীয় কার্য সম্পাদন।

(থ) ওয়াক্ফ এস্টেটসমূহের প্রশাসন, ব্যবস্থাপনা যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে এবং সহজ উপায়ে সেবা প্রদান নিশ্চিত করার নিমিত্ত ''ওয়াক্ফ এস্টেটসমূহের ডাটাবেইজ প্রস্তুতকরণ, আধুনিকীকরণ ও কম্পিউটারায়ন''শীর্ষ ক কর্ম সূচি গ্রহণ।

উন্নয়ন পরিকল্পনাঃ

(ক) সারা বাংলাদেশে দেড় লাখের উপর ওয়াক্‌ফ এষ্টেট আছে। এর মধ্যে ২০,২১৬ টি ওয়াক্‌ফ এষ্টেট তালিকাভূক্ত আছে। লোকবলের অভাবে সমস্ত এষ্টেটগুলি এ প্রশাসনে তালিকাভূক্তি করা যায়নি। ওয়াক্‌ফ প্রশাসনের কার্যক্রম আরও গতিশীল করার লক্ষ্যে এর জনবল বৃদ্ধির প্রয়োজনে সাংগঠনিক কাঠামো পরিবর্তনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। উক্ত সাংগঠনিক কাঠামো বর্তমানে অনুমোদনের অপেক্ষায় আছে। বিগত বছরগুলিতে গড়ে প্রতি বছরে ১১০ টি এস্টেট তালিকাভুক্তি হয়েছে। বর্তমান সরকারের বিগত ৫ (পাঁচ) বছরে এ প্রশাসনে ওয়াক্‌ফ এস্টেট তালিকাভুক্তির সংখ্যা ৭০৩টি। এছাড়াও পূর্বের তালিকাভুক্তওয়াক্‌ফ এষ্টেটের মোতাওয়াল্লী মৃত্যুবরণ করায় বিগত ৫ (পাঁচ) বছরে ৭০৫টি এষ্টেটের মোতাওয়াল্লী নিয়োগ করা হয়েছে। নতুন এস্টেট তালিকাভূক্তির ফলে আগামী অর্থ বছরেওয়াক্‌ফ চাঁদার পরিমাণ আরও বৃদ্ধি পাবে।

(খ) ওয়াক্‌ফ প্রশাসনের সকল কর্মকান্ড ডিজিটাল প্রক্রিয়ার মধ্যে আনয়নের লক্ষ্যে ওয়াক্‌ফ এষ্টেট সমূহের ডাটাবেইজ প্রস্তুতকরণ, আধুনিকীকরণ ও কম্পিউটারায়ন শীর্ষক কর্মসূচি গ্রহন করা হয়েছে। এই কর্মসূচি বাস্তবায়ন হলে সকল ওয়াক্‌ফ এস্টেট কম্পিউটার নেটওয়ার্কের আওতাভূক্ত হবে । যার ফলে ওয়াক্‌ফ প্রশাসনের কর্মকান্ড পরিচালনা সহজতর হবে এবং জনগণকে সেবা প্রদান নিশ্চিত হবে। এ কর্মসূচিটির আওতায়৭০টি কম্পিউটার, ২টি সার্ভার, প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র সংগ্রহ সহ একটি কম্পিউটার সেল গঠন করা হয়েছে। উক্ত কর্মসূচীর আওতায় বাংলাদেশের৪৮৭টি উপজেলা মাঠ পর্যায়েরওয়াক্‌ফ এষ্টেটসমূহের তথ্য সংগ্রহের জন্য কাজ ইতোমধ্যে শেষ হয়েছে। সারা বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ ওয়াক্‌ফ এষ্টেটের উন্নয়নের জন্য ইতোমধ্যে তথ্যাবলী সংগ্রহ করে সন্নিবেশিত করা হয়েছে। প্রথম পর্যায়ে ঢাকা, চট্টগ্রাম, সিলেট, কুমিল্লা, ময়মনসিংহ ও কক্সবাজারের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক এষ্টেট উন্নয়নের জন্য উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। এ সকল এষ্টেটের জমিতে পরিকল্পিত উপায়ে বহুতল বিশিষ্ট বাণিজ্যিক ভবন নির্মাণ করা গেলে এষ্টেটের তথা ওয়াক্‌ফ প্রশাসনের আয় বহুগুণে বৃদ্ধি পাবে এবং এ আয় ওয়াক্ফের উদ্দেশ্য সাধন এবং দেশের দরিদ্র জনগনের কল্যাণে ব্যয় করা সম্ভব হবে। এতদুদ্দেশ্যে ''ওয়াক্‌ফ (সম্পত্তি হস্তান্তর ও উন্নয়ন) বিশেষ বিধান আইন ২০১৩'' মহান জাতীয় সংসদে পাস হয়েছে। তাছাড়া Waqfs (Amendment) Act, 2013 ও মহান জাতীয় সংসদে পাস হয়েছে।

(গ) ওয়াক্‌ফ এষ্টেটের অনেক সম্পত্তি অবৈধভাবে হস্তান্তর করা হয়েছে এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে হাল জরিপকালে মোতাওয়াল্লীগণের ওয়ারিশ এবং অন্য কোন ব্যক্তি প্রতিষ্ঠানের নামে রেকর্ড করা হয়েছে। এ সকল সম্পত্তি উদ্ধারকল্পে সঠিক পরিসংখ্যান জানার জন্য ব্যাপক ভিত্তিক জরিপ/শুমারীর কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে। অবৈধভাবে হস্তান্তরিত এবং বেহাত হওয়া সম্পত্তি উদ্ধারের জন্য আইনানুগ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে। জেলা প্রশাসকের সভাপতিত্বে গঠিত জেলা ওয়াক্‌ফ উন্নয়ন কমিটির সভায় এ সকল বেহাত হওয়া ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি চিহ্নিত করে তা উদ্ধারের প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট

পরিচিতিঃ

বাংলাদেশের হিন্দু ধর্মীয় জনগোষ্ঠির ধর্মীয় কল্যাণ সাধনের লক্ষ্যে ১৯৮৩ সালে ৬৮নং অধ্যাদেশবলে 'হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট' গঠিত হয়। এটি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের একটি সংবিধিবদ্ধসংস্থা।

কার্যাবলীঃ

(ক) হিন্দু সম্প্রদায়ের ধর্মীয় কল্যাণ প্রতিবিধান করা;

(খ) হিন্দু ধর্মীয় উপাসনালয়ের রক্ষণাবেক্ষন ও প্রশাসনের জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদান;

(গ) হিন্দু ধর্মীয় উপাসনালয়ের পবিত্রতা রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ এবং

(ঘ) অত্র অধ্যাদেশের উদ্দেশ্য সাধনে অন্যান্য কার্যাবলি সম্পাদন। সরকার প্রদত্ত স্থায়ী আমানতের সুদ, দান ও অনুদান এবং ট্রাস্টিবোর্ড অনুমোদিত অন্যান্য উৎস হতে প্রাপ্ত অর্থ সমন্বয়ে ট্রাস্টের নিজস্ব তহবিল পরিচালনা।

বোর্ড অবট্রাস্টিঃ

ট্রাস্ট অধ্যাদেশ অনুসারে ট্রাস্টের পরিচালনা ও প্রশাসনের দায়িত্বভার সরকার কর্তৃক নিযুক্ত একটি ট্রাস্টি বোর্ডের উপর ন্যস্ত। ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী পদাধিকার বলে বোর্ডের চেয়ারম্যান এবং দেশের হিন্দু সম্প্রদায়ের১জন বিশিষ্ট ব্যক্তি ভাইস-চেয়ারম্যান ও সরকার কর্তৃক মনোনীত২০জন বিশিষ্ট ব্যক্তি এ ট্রাস্টের সদস্য। মোট ২২জন সদস্য নিয়ে বোর্ড অব ট্রাস্টি গঠিত।

প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনাঃ

ট্রাস্টের স্থায়ী আমানত তহবিল হতে প্রাপ্ত সুদ দিয়ে ট্রাস্টের প্রশাসনিক ব্যয় ও মন্দির সংস্কার ও মেরামত এবং দুঃস্থদের বার্ষি ক অনুদান প্রদান করা হয়।

ট্রাস্টের প্রশাসনিক অফিস ১/আই, পরিবাগ, শাহবাগ, ঢাকায় অবস্থিত। অফিস প্রশাসন ও কার্য পরিচালনার জন্য বর্তমানে ১জন সচিব, ১জন ফিল্ড অফিসার, ১জন পি,এ, ১জন হিসাব রক্ষক, ১জন সহকারী হিসাব রক্ষক কাম ক্যাশিয়ার, ১জন অফিস সহকারী, ১জন গাড়ী চালক এবং ২জন এম,এল,এস,এস, ১জন নাইট গার্ড ও১জন ক্লিনার কর্ম রত রয়েছে।

২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে উল্লেখ্যযোগ্য কার্য ক্রমঃ

হিন্দু ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও দুঃস্থদের মধ্যে অনুদান বিতরণ: সরকার প্রদত্ত স্থায়ী আমানতের বার্ষি ক লভ্যাংশের(সুদ) অর্থ দ্বারা২০১২-১৩ অর্থ বছরে ১,১৯৭টি প্রতিষ্ঠানে ১,২৪,১০,০০০ (এক কোটি চবিবশ লক্ষ দশ হাজার) টাকা বিতরণ করা হয়েছে। এছাড়া ২০১২-১৩ অর্থ বছরে **অত্র ট্রাস্ট হতে হিন্দু ধর্মা বলম্বী ৬৫৭জন দুঃস্থ ব্যক্তির মধ্যে অনুদান হিসেবে** ২৭,৫২,৫০০ (সাতাশ লক্ষ বায়ান্ন হাজার পাঁচশত) **টাকা বিতরণ** করা হয়েছে।

শারদীয় দুর্গা পূজা২০১২ উপলক্ষে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আর্থি ক সহায়তা বিতরণ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ত্রাণ ও কল্যাণ তহবিল হতে হিন্দুদের বৃহত্তম ধর্মীয় উৎসব শারদীয়া দুর্গা পূজায় বিতরণের জন্য২০১২-১৩ অর্থ বছরে১,৫০,০০,০০০ (এক কোটি পঞ্চাশ লক্ষ) টাকা প্রদান করা হয়। এ অর্থ দেশের বিভিন্ন পূজা মন্ডপে বিতরণ করা হয়েছে।

হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের নিয়মিত কার্য ক্রমঃ২০১২-১৩ অর্থ বছরে পর্ব ভিত্তিক আলোচনা সভার আয়োজনের সূত্রপাত ঘটে। গত ১৮/০৭/২০১২ তারিখে 'রথযাত্রা' পর্বে এবং গত১৪/১০/২০১২ তারিখে 'মহালয়া' পর্বে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের উপস্থিতিতে হিন্দুধর্মীয় পর্ব ভিত্তিক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।১৪ই অক্টোবর তারিখে 'মহালায়া' উপলক্ষে স্থানীয় হামদর্দ মিলনায়তনে দ্বিতীয় পর্ব ভিত্তিক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয় ।

জাতীয় এবং ধর্মীয় দিবসসমূহ উদযাপন : প্রধান কার্যা লয়সহ ঢাকা শহরের উল্লেখযোগ্য মন্দিরসমূহে এবং দেশের প্রায় পাঁচ হাজার প্রাক-প্রাথমিক শিশু ও গণশিক্ষা কেন্দ্রে মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস, মহান বিজয় দিবস, জাতীয় শোকদিবস ও বঙ্গবন্ধুর জন্মদিনে বিশেষ প্রার্থ নার আয়োজন করা হয়েছে। প্রয়াত মহামান্য রাষ্ট্রপতি জনাব মোঃ জিলস্নুর রহমানের আকস্মিক মৃত্যুতে ট্রাস্টে বিশেষ শোক সভার আয়োজন করা হয়।

জেলা পর্যা য়ে জাতীয় শোক দিবস উদযাপন:
প্রথমবারের মত ২০১২-১৩ অর্থ বছরের সরকারি রাজস্ব বরাদ্দে জেলা পর্যা য়ে হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের ব্যানারে জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে জাতির পিতা বঙ্গাবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শাহাদাৎ বার্ষি কীতে জাতীয় শোকদিবস পালন করা হয়েছে।

জেলা পর্যা য়ে শুভ জন্মাষ্টমী উদযাপন: প্রথমবারের মত ২০১২-১৩ অর্থ বছরের সরকারি রাজস্ব বরাদ্দে জেলা পর্যা য়ে হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের ব্যানারে জেলা প্রশাসকের সভাপতিত্বে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

অন্যান্য কর্ম কান্ড:

ওয়েবসাইট : তথ্যপ্রযুক্তির সুফল পাওয়ার লক্ষ্যে এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়ে ২০১২-১৩ অর্থ বছরে নিজস্ব ডায়নামিক ওয়েবসাইট www.hindutrust.gov.bd চালু করা হয়েছে। এ ওয়েবসাইট দেশের হিন্দু সম্প্রদায়ের ধর্মীয় কর্ম কান্ডেসরকারী উদ্যোগ ব্যাপক ভাবে প্রচারের ব্যবস্থা করেছে।

হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের প্রকাশনা: ২০১২ সালের জুন মাসে প্রকাশিত ট্রাস্টের আইন ও বিধি নিয়ে ইংরেজীতে সংকলিত 'বুকলেট' ট্রাস্ট সম্পর্কে ব্যাপক প্রচারের সুযোগ সৃষ্টি করেছে। একই সময়ে প্রকাশিত ট্রাস্টের ব্রুশার সারাদেশে বিতরণ করা হয়েছে।

ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের তালিকাভুক্তি ও সনদপত্র প্রদানঃ দেশের হিন্দুধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা নিরূপণ ও তালিকাভুক্তির কাজ চলছে। তালিকাভুক্ত প্রতিষ্ঠানগুলোকে একটি করে সনদপত্র প্রদান করা হয়েছে।

গীতা পাঠক মনোনয়নঃ সরকারী বিভিন্ন অনুষ্ঠানে পবিত্র গীতা থেকে পাঠ করার জন্যে হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট গীতাপাঠক মনোনয়ন প্রদান করেছে।

হিন্দু ধর্মীয় নেতাদের প্রশিক্ষণ : বৈদেশিক দাতা সংস্থার (টঘঋচঅ) আর্থি ক সহায়তায় ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের'নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে ধর্মীয় নেতাদের সম্পৃক্তকরণ'' শীর্ষ ক প্রকল্পের আওতায় অত্র ট্রাস্টের ব্যবস্থাপনায়২০১২-১৩ অর্থ বছরে৬টি ব্যাচে ১৮০জন হিন্দু ধর্মীয় নেতাকে প্রশিক্ষন প্রদান করা হয়েছে।

দেবোত্তর সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা আইনের খসড়া উপস্থাপন : হিন্দু সম্প্রদায়ের দীর্ঘ দিনের দাবী ও চাহিদার প্রতিসমর্থ ন জানিয়ে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের নির্দে শে অত্র ট্রাস্ট দেবোত্তর সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা আইন এর খসড়া তৈরী করে। একটি বিশেষজ্ঞ কমিটির মাধ্যমে ২০১৩ সালের হিন্দু ধর্মীয় সরকারী ছুটি সম্ভাব্য তারিখ নির্ধা রণ করা হয়। প্রতিবছর শুভ জন্মাষ্টমী ও শারদীয় দুর্গা পূজা উপলক্ষে **মহামান্য রাষ্ট্রপতি** কর্তৃক হিন্দু ধর্মীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় অনুষ্ঠান আয়োজনে অত্র ট্রাস্ট নির্দে শানুযায়ী প্রয়োজনীয় সহায়তা করে আসছে। এছাড়া দেবোত্তর সম্পত্তি উদ্ধার, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা, হিন্দুদের সামাজিক সমস্যা সমাধানে এবং হিন্দু সম্প্রদায়ের কল্যাণার্থে বিভিন্ন কার্য ক্রমে সম্মানিত ট্রাস্টিগণ নিজ নিজ এলাকায় স্থানীয় প্রশাসনকে সহযোগিতা করে আসছেন।

বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট

পরিচিতিঃ

দেশের বৌদ্ধ জনগোষ্ঠীর কল্যান সাধনের লক্ষ্যে ১৯৮৩ সনের ৬৯ নম্বর রাষ্ট্রপতির অধ্যাদেশ-এর ৩ ধারার বিধান অনুসারে ১৬ জানুয়ারী, ১৯৮৪ সনে বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট প্রতিষ্ঠিত হয়।

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ

(১) বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের ধর্মীয় কল্যাণ সাধন।

(২) বৌদ্ধ ধর্মীয় উপাসনালয়ের রক্ষণাবেক্ষণ এবং প্রশাসনের জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদান।

(৩) বৌদ্ধ ধর্মীয় উপাসনালয়ের পবিত্রতা রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ।

(৪) প্রয়োজনীয় বিবেচনায় অন্যান্য কার্য বা বিষয়াদি সম্পাদন।

বোর্ড অব ট্রাস্টি

ট্রাস্ট অধ্যাদেশ- এর ৪ ও ৫ ধারার বিধান অনুসারে ট্রাস্টের পরিচালনা ও প্রশাসনের দায়িত্বভার সরকার কর্তৃক নিযুক্ত একটি ট্রাস্টি বোর্ডের উপর ন্যস্ত। ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী পদাধিকার বলে বোর্ডের চেয়ারম্যান। দেশের বৌদ্ধ অধ্যুষিত এলাকাসমূহ হতে মনোনীত বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের ১জন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে ভাইস-চেয়ারম্যান ও সরকার কর্তৃক মনোনীত ৫ জন বিশিষ্ট ব্যক্তি এ ট্রাস্টের সদস্য। মোট ৭(সাত) সদস্য নিয়ে ট্রাস্টি বোর্ড গঠিত।

তহবিল

১৯৮৪ সালে তৎকালিন সরকার এক কোটি টাকার আমানত তহবিল বরাদ্দ প্রদান করে এবং উক্ত তহবিল থেকে প্রাপ্ত লভ্যাংশ দিয়ে ট্রাস্টের কার্যক্রম শুরু হয়। পরবর্তীতে সরকার১৯৯৫ সালে ১ (এক) কোটি, ২০০১ সালে আরও ১ (এক) কোটি টাকা এবং বর্তমান মহাজোট সরকার ২০১১ সালে ১(এক) কোটি ৫০ (পঞ্চাশ) লক্ষ টাকা এবং চলতি বছরে(২০১৩ খ্রিঃ) ৫০ (পঞ্চাশ) লক্ষ টাকা বরাদ্দ প্রদান করার ফলে বর্তমান ট্রাস্ট তহবিলের পরিমান ৫.০০ (পাঁচ) কোটি টাকা।

প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনাঃ

ট্রাস্টের স্থায়ী আমানত তহবিল হতে প্রাপ্ত সুদ দিয়ে ট্রাস্টের প্রশাসনিক ব্যয় ও বৌদ্ধ বিহার, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও উপসনালয়ের সংস্কার, মেরামতের জন্য বার্ষিক অনুদান প্রদান করা হয়।

ট্রাস্টের প্রশাসনিক অফিস ঢাকাস্থ সবুজবাগ থানাধীন ধর্মরাজিক বৌদ্ধ মহাবিহার কমপ্লেক্স এ ধর্মরাজিক স্কুল ভবনে অবস্থিত। অফিস প্রশাসন ও কার্য পরিচালনার জন্য বর্তমানে১জন সচিব, ১জন উপ-পরিচালক, ১জন হিসাব রক্ষক, ১জন আইটি সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর, ১জন অফিস সহকারী, ১জন গাড়ী চালক এবং ১জন এম,এল,এস,এস কর্মরত রয়েছে।

বর্তমান সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকে সরকারে সদিচ্ছা ও সক্রিয় সহযোগিতায় ট্রাস্টের কার্যক্রম ও কর্মতৎপরতা ব্যাপক হারে বৃদ্ধি করেছে। এর ফলে বৌদ্ধ ধর্মের প্রচার প্রসার বৃদ্ধি পেয়েছে। এ কার্যক্রম তৃণমূল পর্যায়ে আরও অধিকতর বিসত্মৃতি ঘটানোর লক্ষে চট্টগ্রাম, রাঙ্গামাটি, বান্দরবান, খাগড়াছড়ি,কক্সবাজার, বরগুনা ও পটুয়াখালী অঞ্চলে ট্রাস্টের শাখা অফিস স্থাপনের কাজ সুসম্পন্ন হয়েছে এবং প্রত্যেক জেলা অফিসে একটি করে পাঠাগার/গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করার কাজ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। শাখা অফিস সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য প্রত্যেক শাখায় ১ জন পরিদর্শক, ১ জন অফিস সহকারী এবং একজন এম এল এস এসসহ ৩ জন করে ৬টি শাখায় মোট ১৮ (আটার) টি নতুনপদ সৃষ্টি বোর্ড সভায় অনুমোদন করা হয়েছে । ইতোমধ্যে প্রত্যেক জেলা শাখা অফিসের জন্য একজন করে ৬(ছয়)টি অফিসের জন্য ৬(ছয়) জন খন্ড কালিন লোক নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে।

কার্যক্রমঃ

বৌদ্ধ ধর্মীয় উপসনালয়ের রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামতের জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে বৌদ্ধ ধর্ম চর্চার ক্ষেত্র তৈরী সামগ্রিক উন্নয়ন, উপাসনালয়ের পবিত্রতা রক্ষা প্রভৃতি কার্য গুলো সুচারুরূপে সম্পাদনের লক্ষে যাবতীয় পদক্ষেপ গ্রহন করাই এই ট্রাস্টের প্রথম ও প্রধান কাজ। বর্তমান গণতান্ত্রিক মহাজোট সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর থেকে সরকারের সদিচ্ছা ও সক্রিয় সহযোগিতায় ট্রাস্ট এর কার্যক্রম ও কর্ম তৎপরতা ব্যাপক বিস্তৃতি লাভ করেছে। এর ফলে বৌদ্ধ ধর্মের প্রচার প্রসার বৃদ্ধি পেয়েছে। বৌদ্ধ ধর্মীয় ঐতিহাসিক পটভূমি, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য বাংলাদেশের ঘরে ঘরে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। বর্তমান ট্রাস্টি বোর্ড পূর্ন গঠনের পর ট্রাস্ট কার্যক্রমে নবজাগরণের সূচনা হয়েছে, যা দিন দিন বেগবান হচ্ছে। বর্তমানে বৌদ্ধ বিহার/প্যাগোডার সংখ্যা ৩০০০ (তিন হাজার) এর অধিক। ট্রাস্টের উল্লেখযোগ্য কার্যাবলী নিম্নরূপ

উপসনালয় সংস্কার ও মেরামতঃ

দেশের শহর, বন্দর ও গ্রামাঞ্চলের বৌদ্ধ বিহার/প্যাগোডা/ উপসনালয়ের সংস্কার ও মেরামতের জন্য বার্ষিক অনুদান প্রদান করা হয়। চলতি ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে বৌদ্ধ বিহার/প্যাগোডা/ উপসনালয়ের সংস্কার ও মেরামতের জন্য ৩৬৩টি বৌদ্ধ বিহারে ৪৫,০০,০০০/-(পয়ঁতাল্লিশ লক্ষ)টাকা এক কালিন অনুদান প্রদান করা হয়। মহাজোট সরকার দায়িত্বভার গ্রহণের পর থেকে ট্রাস্ট বোর্ড সর্ব মোট ১৭৪৯ টি বৌদ্ধ বিহারের জন্য মোট ১কোটি ৭৯ লক্ষ টাকা অনুদান বিতরণ করেছে।

বৌদ্ধ ভিক্ষু ও দুঃস্থদের আর্থিক সহায়তা:

দেশের অস্বচ্ছল বৌদ্ধ বিহারের আবাসিক ভিক্ষু/শ্রমনের চিকিৎসার জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদানের নতুন খাত সৃজন করা হয়েছে। এখাত হতে প্রতিবছর অস্বচ্ছল বৌদ্ধ বিহারের আবাসিক ভিক্ষু/শ্রমনের চিকিৎসার জন্য আর্থিক সাহায্য প্রদান করা হয়ে থাকে। এ যাবৎ ২(দুই) জন বৌদ্ধ ভিক্ষু ও ২(দুই)জন গৃহীকে চিকিৎসার জন্য মোট ৬০,০০০.০০ (ষাট হাজার) টাকা অনুদান প্রদান করা হয়েছে।

শুভ বুদ্ধ পূর্ণিমা ও প্রবারণা পূর্ণিমা উদ্যাপন

বর্তমান সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর হতে শুভ বুদ্ধ পূর্ণিমা ও প্রবারণা পূর্ণিমা উদ্যাপন তথা দানোত্তম কঠিন চীবর দান উৎসব উদ্যাপনের জন্য প্রতিবছর মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ ও কল্যাণ তহবিল হতে বিশেষ অনুদান প্রদান করা হয়ে থাকে। শুভ বুদ্ধপূর্ণিমা ও প্রবারণা পূর্ণিমা উদ্যাপন তথা দানোত্তম কঠিন চীবর দান উৎসব উদ্যাপন উপলক্ষে চলতি২০১২-১৩ অর্থ বছরে প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ ও কল্যাণ তহবিল হতে ৫০,০০,০০০ (পঞ্চাশ লক্ষ) টাকা অনুদান প্রদান করা হয়েছে। উক্ত অনুদানের অর্থ যথাসময়ে দেশের বিভিন্ন অস্বচ্ছল বৌদ্ধ বিহারে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিতরণ করা হয়েছে।

বৌদ্ধ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও বৌদ্ধ শ্মশান এর তালিকাঃ

দেশের বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত বৌদ্ধ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান তথা বৌদ্ধ বিহার/প্যাগোডা/ ক্যাং/চৈত্য ও বৌদ্ধ সার্বজনীন শ্মশানের হালনাগাদ সংখ্যা নিরূপন ও তালিকাভূক্তির কার্যক্রম চলছে। দেশের সকল বৌদ্ধ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানকে ট্রাস্টের কার্যক্রমের আওতায় আনার কাজ অব্যাহত রয়েছে।

ওয়েব-সাইটঃ

তথ্য প্রযুক্তির সুফল জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছানোর লক্ষে বর্তমান সরকারের **"ভিশন-২০২১"** বাসত্মবায়নের মাধ্যমে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়ে অবাধ তথ্য প্রবাহ আদান প্রদানের জন্য বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের একটি নিজস্ব ওয়েব-সাইট (www.buddhistrwtbd.org) চালু করা হয়েছে। এ ওয়েব-সাইট দেশের বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের ধর্মীয় কর্মকান্ডের বিভিন্ন তথ্য পাওয়া যাবে।

জাতীয় দিবস ও ধর্মীয় উৎসব :

দেশের বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত বৌদ্ধ বিহার, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও উপসনালয়ে জাতীয় দিবস ও বৌদ্ধ ধর্মীয় উৎসবসমূহ যথাযোগ্য মর্যাদায় উদ্যাপনের জন্য সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করা হয়ে থাকে। এসব জাতীয় দিবস ও ধর্মীয় দিবসে দেশের সকল বৌদ্ধ বিহার/ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান / উপসনালয়ে জাতির অগ্রগতি, সমৃদ্ধি ও সকলের সুখ-শামিত্ম কামনা করে বিশেষ প্রার্থনার আয়োজন করা হয়।

জাতীয় পর্যায়ে সরকারের সাথে বৌদ্ধ জনগণের সেতু বন্ধন হিসেবে বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। মহাজোট সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকে বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের বিভিন্ন ধর্মীয় উৎসবসমূহ যথাযথ জাতীয় মর্যাদা ও ধর্মীয় ভাবগম্ভীরভাবে উদ্যাপন করা হচ্ছে। বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের প্রধান ধর্মীয় উৎসব **''শুভ বুদ্ধ পূর্ণিমা''** উপলক্ষে বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দ ও জনগণের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন। বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট বঙ্গভবনের সার্বিক সহযোগীতায় ধারাবাহিকভাবে এ অনুষ্ঠান সুচারুভাবে সম্পাদন করে আসছে। **''শুভ বুদ্ধ পূর্ণিমা''২০১৩** উপলক্ষে ২৩/০৫/২০১৩ খ্রি: তারিখে বঙ্গভবনে **মহামান্য রাষ্ট্রপতি মোঃ আবাদুল হামিদ** এর সাথে বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দ ও জনগণের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন। এছাড়া, **''শুভ বুদ্ধ পূর্ণিমা''২০১৩** উপলক্ষ্যে ২২/০৫/২০১৩ খ্রি: তারিখে গণভবনে **মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা** এর সাথে বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দ ও জনগণের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন।

অন্যান্য কার্যক্রমঃ

আইন শৃংঙ্খলা রক্ষা, বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের কল্যাণার্থে বিভিন্ন কার্যক্রমে বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট স্থানীয় প্রশাসনকে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করে। মহাজোট সরকার দায়িত্বভার গ্রহণের পর থেকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা নির্দেশনায় বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের কার্যক্রম তৃণমুল পর্যায়ে বিস্তৃতি লাভ করেছে। এই ধারা ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে।

খ্রিস্টান ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট

পরিচিতিঃ

১৯৮৩ সালে খ্রিস্টান ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট বিষয়ক অধ্যাদেশ জারীর ২৬ বছর পর ১৫ নভেম্বর,২০০৯ খ্রিস্টাব্দে খ্রিস্টান ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট গঠন করা হয়।

লক্ষ্য ও কার্যাবলী

(১) খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীদের ধর্মীয় কল্যাণ সাধন।
(২) খ্রিস্টান ধর্মীয় উপাসনালয়ের রক্ষণাবেক্ষণ এবং প্রশাসনের জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদান।
(৩) খ্রিস্টান ধর্মীয় উপাসনালয়ের পবিত্রতা রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ।
(৪) প্রয়োজনীয় বিবেচনায় অন্যান্য কার্য বা বিষয়াদি সম্পাদন ।

বোর্ড অব ট্রাস্টিঃ

ট্রাস্ট অধ্যাদেশ অনুসারে ট্রাস্টের পরিচালনা ও প্রশাসনের দায়িত্বভার সরকার কর্তৃক নিযুক্ত একটি ট্রাস্টি বোর্ডের উপর ন্যস্ত। ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী মহোদয় পদাধিকার বলে বোর্ডের চেয়ারম্যান। দেশের খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের ১জন বিশিষ্ট ব্যক্তি ভাইস-চেয়ারম্যান। দেশের খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের ৪জন বিশিষ্ট ব্যক্তি সদস্য। ট্রাস্টি বোর্ড এর মোট সদস্য সংখ্যা৭(সাত)।

তহবিলঃ

ট্রাস্টের তহবিল মহান জাতীয় সংসদে অধ্যাদেশের সংশ্লিষ্ট ধারা সংশোধন পূর্বক ১ কোটি টাকা থেকে ৫কোটি টাকায় উন্নীত করে তা ছাড় পূর্বক ১৯/০৭/২০১১ তারিখে স্থায়ী আমানত করা হয়েছে।

প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনাঃ

ট্রাস্টের স্থায়ী আমানত তহবিল হতে প্রাপ্ত সুদ দিয়ে ট্রাস্টের প্রশাসনিক ব্যয়, গীর্জা সংস্কার ও মেরামত এবং খ্রিস্টান কবরস্থান উন্নয়নের জন্য বার্ষিক অনুদান প্রদান করা হয়। ট্রাস্টের প্রশাসনিক অফিস৮২ নম্বর তেজকুনীপাড়া, তেজগাঁও, ঢাকায় অবস্থিত। অফিস প্রশাসন ও কার্য পরিচালনার জন্য বর্তমানে১জন সচিব, ১জন হিসাব রক্ষক , ১জন আইটি সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর, ১জন গাড়ী চালক এবং ১জন এম,এল,এস,এস ও ১জন ক্লিনার কর্মরত রয়েছে।

কার্যক্রমঃ

ট্রাস্ট হতে ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে৩৪টি গীর্জা মেরামত ও সংস্কার এবং ১টি গীর্জা উন্নয়নের জন্য সর্বমোট৪৯,০০,০০০ (উনপঞ্চাশ লক্ষ) টাকা অনুদান প্রদান করা হয়েছে।

২০১২-২০১৩ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিঃ

ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের২০১২-২০১৩ অর্থ বছরের উন্নয়ন বাজেট১৫,২৯৮.০০ লক্ষ টাকা এবং সংশোধিত উন্নয়ন বাজেট ১৬৭৪১.০০ লক্ষ টাকা। ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরের বার্ষিকি উন্নয়ন কর্মসূচিতে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের৫টি প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত আছে। উক্ত চলতি প্রকল্পসমূহের অনুকূলে ১৪৯১৮.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়। পরবর্তীতে সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে২টি নতুন প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় প্রকল্প সংখ্যা দাঁড়ায়০৭টি। সংশোধিত এডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের অনুকূলে বরাদ্দ প্রদান করা হয় ১৬৮,৪১.০০ লক্ষ টাকা(জিওবি ১৬৭৯৬.০০ লক্ষ টাকা ও প্রকল্প সাহায্য ৪৫.০০ লক্ষ টাকা)। জুন,২০১৩ পর্যন্তঅবমুক্তির পরিমাণ ১৬৮,৩৯.৫১ লক্ষ টাকা। উক্ত সময় পর্যন্তব্যয় হয়েছে ১৬৭,৪৭.৮৪ লক্ষ টাকা অর্থাৎ বরদ্দের ৯৯.৬০% ।

প্রকল্পসমূহের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা এবং২০১২-২০১৩ অর্থ বছরের অগ্রগতি নিম্নরূপঃ

১. মসজিদ ভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম৫ম পর্যায় প্রকল্পঃ

ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক বাস্তবায়ধীন ''মসজিদ ভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম৫ম পর্যায়' শীর্ষক প্রকল্পটির অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয় ৭৬৮,৩৩.০০ লক্ষ টাকা এবং বাসত্মবায়নের মেয়াদকাল ০১/০১/২০০৯ হতে ৩১/১২/২০১৪ পর্যন্ত প্রকল্পের আওতায় ২৪,০০০ প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কেন্দ্র, ১২,০০০ কোরআন শিক্ষা কেন্দ্র, ৭৬৮টি বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্র এবং ১,৫৩৬টি রিসোর্স সেন্টার দেশব্যাপী পরিচালিত হচ্ছে। প্রকল্পের উদ্দেশ্য হচ্ছে ৩৯.০০ লক্ষ শিশুকে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা প্রদান, ২৫.২০ লক্ষ স্কুলগামী এবং ঝরে পড়া শিক্ষার্থীকে পবিত্র কুরআন শিক্ষা প্রদান, ১.১৫ লক্ষ বয়স্ক ব্যক্তিকে স্বাক্ষর জ্ঞান এবং ১,৫৩৬টি রিসোর্স সেন্টার পরিচালনা করা। ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে প্রকল্পের বরাদ্দ১৩,১৩০.০০ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় হয়েছে ১৩,১১৯.৫২ লক্ষ টাকা। ২০১২ শিক্ষাবর্ষে এ প্রকল্পের আওতায় ৭.২০ লক্ষ শিশুকে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া, ৪.২০ লক্ষ স্কুলগামী এবং ঝরে পড়ার শিক্ষার্থীকে পবিত্র কুরআন শিক্ষা প্রদান করা হয়েছে এবং বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্রের মাধ্যমে প্রায় ১৯,০০০ নিরক্ষর ব্যক্তিকে স্বাক্ষর জ্ঞান দান করা হয়েছে।

২. ইসলামিক ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম ডিজিটালে রূপান্তর ও ডিজিটাল আর্কাইভ স্থাপন প্রকল্পঃ

ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক বাস্তবায়ধীন ''ইসলামিক ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম ডিজিটালে রূপান্তর ও ডিজিটাল আর্কাইভ স্থাপন (১ম সংশোধন)''শীর্ষক প্রকল্পটির অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয়১০০৭.০০ লক্ষ টাকা এবং বাস্তবায়ন মেয়াদকাল ০১/০৯/২০১০ হতে ৩০/০৬/২০১৩ পর্যন্ত প্রকল্পের আওতায় এ পর্যন্ত৪২৮ সেট কম্পিউটার, ৬৪টি মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর, ১২৪টি অফিস সরঞ্জাম, ৩৫৭টি আসবাবপত্র সংগ্রহ ও বিতরণ করা হয়েছে। তা ছাড়া ২০০০ জন সুবিধাভোগীদের কম্পিউটার প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ১টি ডিজিটাল আর্কাইভস ও ৮ মডিউল সফটওয়্যার উন্নয়ন করা হয়েছে। এছাড়া, প্রকল্পের আওতায় বাংলাদেশের সমসত্ম মসজিদ, মাদ্রাসা এবং অন্যান্য ইসলাম ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের তথ্য সংগ্রহ পূর্বক ডাটাবেইজ তৈরী করা হয়েছে। ইতোমধ্যে প্রকল্পেরবাস্তবায়ন কাজ সমাপ্ত হয়েছে। ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে প্রকল্পের বরাদ্দ৬৭৫.০০ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় হয়েছে ৬৭৩.৭১ লক্ষ টাকা।

৩. ইসলামিক মিশন কমপ্লেক্স নির্মাণ(ফতুল্লা, নারায়নগঞ্জ ও ঝালকাঠি) প্রকল্পঃ

ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক বাস্তবায়ধীন ''ইসলামিক মিশন কমপ্লেক্স নির্মাণ(ফতুল্লা, নারায়নগঞ্জ ও ঝালকাঠি)'' শীর্ষক প্রকল্পটির অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয় ১৫,০০.০০ লক্ষ টাকা এবং বাস্তবায়ন মেয়াদকাল জুলাই'২০১১ হতে ডিসেম্বর'২০১৪ পর্যন্ত। প্রকল্পের আওতায় ঝালকাঠীতে ৩০ বেডের ১টি হাসপাতাল, ১টি ডাক্তার ও নার্সেস ডরমেটরী ভবন এবং নারায়নগঞ্জে১টি ইসলামিক মিশন নির্মাণ করা হচ্ছে। নির্মাণ কাজ৮০% সমাপ্ত হয়েছে। ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে প্রকল্পের বরাদ্দ৩০০.০০ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় হয়েছে ২৮৫.৮৬ লক্ষ টাকা।

৪. মসজিদ পাঠাগার সম্প্রসারণ ও শক্তিশালীকরণপ্রকল্পঃ

ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক বাস্তবায়ধীন ''মসজিদ পাঠাগার সম্প্রসারণ ও শক্তিশালীকরণ''শীর্ষক প্রকল্পটির অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয় ১,২৪৭.৮৬ লক্ষ টাকা এবং বাস্তবায়ন মেয়াদকাল জুলাই'২০১২ হতে জুন'২০১৭ পর্যন্ত। প্রকল্পের আওতায় ২৫০০ নতুন মসজিদ পাঠাগার প্রতিষ্ঠা করা হবে। ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে প্রকল্পের আওতায়৫০০ মসজিদ পাঠাগার প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে প্রকল্পের বরাদ্দ ১৫০.০০ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় হয়েছে ১৪২.৯০ লক্ষ টাকা।

৫. ইসলামী প্রকাশনা কার্যক্রম প্রকল্পঃ

ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক বাস্তবায়ধীন ''ইসলামী প্রকাশনা কার্যক্রম' শীর্ষক প্রকল্পটির অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয়৭,৭৫.৯০ লক্ষ টাকা (জিওবি ৫,৭৫.৯০ লক্ষ টাকা +সংস্থার নিজস্ব ২,০০.০০ লক্ষ টাকা) এবং বাস্তবায়ন মেয়াদকাল জুলাই'২০১২ হতে জুন'২০১৪

পর্যন্ত। প্রকল্পের আওতায় ৪৮২৭ ফরমেট পুস্তক প্রকাশ করা হবে। ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে২৬৯২ ফরমেট পুস্তক প্রকাশ করা হয়েছে। ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে প্রকল্পের বরাদ্দ২,৮২.০০ লক্ষ টাকা (জিওবি ১,০০.০০ লক্ষ টাকা+সংস্থার নিজস্ব ১,৮২.০০ লক্ষ টাকা) এবং ব্যয় হয়েছে ২,৮২.০০ লক্ষ (জিওবি ১,০০.০০ লক্ষ টাকা+সংস্থার নিজস্ব ১,৮২.০০ লক্ষ টাকা) টাকা।

৬. মন্দির ভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম(৩য় পর্যায়) প্রকল্পঃ

হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট কর্তৃক বাস্তবায়ধীন ''মন্দির ভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম(৩য় পর্যায়) প্রকল্প'' শীর্ষক প্রকল্পটির অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয় ৭,৭৬৯.৭২লক্ষ টাকা এবং বাস্তবায়ন মেয়াদকাল ০১/০৭/২০১০ হতে ৩০/০৬/২০১৪ পর্যন্ত প্রকল্পের আওতায় ৫,০০০ প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কেন্দ্র এবং ২৫০ বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্র দেশব্যাপী পরিচালিত হচ্ছে। প্রকল্পের উদ্দেশ্য হচ্ছে ৫.১৮ লক্ষ শিশুকে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা প্রদান করা এবং ২০,৭৭৫ জন বয়স্ক ব্যক্তিকে স্বাক্ষর জ্ঞান দান করা । ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে প্রকল্পের বরাদ্দ ২,৪৪১.০০ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় হয়েছে ২,৩৮১.০৫ লক্ষ টাকা। ২০১২ শিক্ষাবর্ষে এ প্রকল্পের আওতায়১.৫০ লক্ষ শিশুকে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া, বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্রের মাধ্যমে প্রায় ৬,২৫০ জন নিরক্ষর ব্যক্তিকে স্বাক্ষর জ্ঞান দান করা হয়েছে।

৭. ''নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে ধর্মীয় নেতাদের সম্পৃক্তকরণ প্রকল্প, ১ম সংশোধিত''শীর্ষক প্রকল্পঃ

সম্পূর্ন ইউএনএফপি এর অর্থায়নেধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাস্তবায়ধীন ''নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে ধর্মীয় নেতাদের সম্পৃক্তকরণ প্রকল্প, ১ম সংশোধিত'' শীর্ষক প্রকল্পটির অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয়১২৩.০০ লক্ষ টাকা (সম্পূর্ন প্রকল্প সাহায্য) এবং বাস্তবায়ন মেয়াদকাল ০১/০৭/২০১০ হতে ৩০/০৬/২০১৩ পর্যন্ত প্রকল্পের আওতায় ২,২৫০ জন ধর্মীয় নেতাকে এবং ২,২২০জন মহিলাকে নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধ বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে প্রকল্পের বরাদ্দ৪৫.০০ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় হয়েছে ৪৪.৮০ লক্ষ টাকা।

ঘ) ২০০৯ হতে ২০১৩ সাল পর্যন্তধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতায় বাস্তবায়িত প্রকল্প/কর্মসূচিসমূহ:

ক্র নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত বর্ণন
১	২	৩	৫
	সমাপ্ত প্রকল্প/কর্মসূচিসমূহ		
১.	বায়তুল মোকাররম মসজিদের সৌন্দর্য বৃদ্ধিকরণ, সংস্কার ও সম্প্রসারণ প্রকল্প (০১/০৭/২০০৫-৩১/১২/২০০৯)	২৫৬৩.০০ (প্রঃসাঃ ২৫৬৩)	সৌদি সরকারের অর্থায়নে এ প্রকল্পের আওতায় বায়তুল মোকাররম মসজিদের সম্প্রসারণ ও কার পার্কিং নির্মাণ করা হয়েছে।
২.	ইসলামিক ফাউন্ডেশনের বিভাগীয়,জেলা ও ইমাম প্রশিক্ষণ একাডেমী ভবন নির্মাণ প্রকল্প (০১/০৭/২০০৬-৩১/১২/২০০৯)	৪১২২.০০	প্রকল্পের আওতায় ইসলামিক ফাউন্ডেশনের ০৫ টি বিভাগীয় অফিস ভবন, ০৩টি জেলা অফিস ভবন ও ০৬টি ইমাম প্রশিক্ষণ একাডেমী ভবন নির্মাণ করা হয়েছে।
৩.	ইসলামী প্রকাশনা, অনুবাদ, গবেষণা ও বিশ্বকোষ কার্যক্রম(৫ম পর্যায়) প্রকল্প (০১/০৭/২০০৬-৩০/০৬/২০১০)	২০০০.০০	প্রকল্পের আওতায় ৮৩৯৩ ফর্মার৩১৯ টি পুস্তক মুদ্রণ করা হয়েছে।
৪.	মসজিদ পাঠাগার স্থাপন (৬ষ্ঠ পর্যায়) প্রকল্প (০১/০৭/২০০৮-৩১/১২/২০১১)	২৩২৭.০০	প্রকল্পের আওতায় ২০০০ টি মসজিদ পাঠাগার ও ৪৭৭টি উপজেলা মডেল পাঠাগার স্থাপন করা হয়েছে এবং পুরাতন ২৫০০ টি মসজিদ পাঠাগারে পুস্তক সংযোজন করা হয়েছে।
৫.	ইসলামিক ফাউন্ডেশন কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণ প্রকল্প	৬৭৯.০০	প্রকল্পের আওতায় বায়তুল মোকাররমস্থ ইসলামিক ফাউন্ডেশন কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী অটোমেশনসহ নতুন পুস্তক সংযোজন এবং লাইব্রেরী ভবন নির্মাণ করা হয়েছে।
৬.	ইসলামিক ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম ডিজিটালে রূপান্তর ও ডিজিটাল আর্কাইভ স্থাপন প্রকল্প (০১/০৭/২০০৮-৩১/১২/২০১১)	১০০৭.০০	প্রকল্পের আওতায় এ পর্যন্ত৪২৮ সেট কম্পিউটার, ৬৪টি মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর, ১২৪টি অফিস সরঞ্জাম, ৩৫৭টি আসবাবপত্র সংগ্রহ ও বিতরণ করা হয়েছে। তা ছাড়া ২০০০ জন সুবিধাভোগীদের কম্পিউটার প্রশিক্ষণ প্রদান করা

			হয়েছে। ১টি ডিজিটাল আর্কাইভস ও ৮ মডিউল সফটওয়্যার উন্নয়ন করা হয়েছে। এছাড়া, প্রকল্পের আওতায় বাংলাদেশের সমসস্ত মসজিদ, মাদ্রাসা এবং অন্যান্য ইসলাম ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের তথ্য সংগ্রহ পূর্বক ডাটাবেইজ তৈরী করা হয়েছে।
৭.	মন্দির ভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-২য় পর্যায় প্রকল্প (০১/০৭/২০০৬-৩০/০৬/২০১০)	২৪৭৯.০০	প্রকল্পের আওতায় ৩২টি জেলায় ২৬৮৭ টি প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কেন্দ্রের মাধ্যমে শিশুদের প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা ও ১১৭টি বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্রের মাধ্যমে বয়স্কদের স্বাক্ষর জ্ঞান দান করা হয়েছে।
৮.	মানব সম্পদ উন্নয়নে ধর্মীয় নেতাদের সম্পৃক্তকরণ-৩য় পর্যায় প্রকল্প (০১/০১/২০০৬-৩১/১২/২০১০)	৮৪৪.০০ (প্রঃ সাঃ ৮৩৪.০০)	১৭৪০০জন ধর্মীয় নেতৃবৃন্দকে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
৯.	‘‘নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে ধর্মীয় নেতাদের সম্পৃক্তকরণ প্রকল্প (০১/০৭/২০১০-৩০/০৬/২০১৩)	১২৩.০০ (সম্পূর্ন ইউএনএফপিএর প্রকল্প সাহায্য)	প্রকল্পের আওতায় ২২৫০ জন ধর্মীয় নেতাকে এবং ২২২০জন মহিলাকে নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধ বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
১০.	ভ্রাতৃবোধ ও ধর্মীয় সম্প্রীতি জোরদারকরণ কর্মসূচি (০১/০৭/২০১১-৩০/০৬/২০১২)	৪২.০০	ভ্রাতৃবোধ ও ধর্মীয় সম্প্রীতি জোরদারকরণ করার লক্ষ্যে সভা-সেমিনার আয়োজন করা হয়েছে।
১১.	ডিজিটাইজেশন এর মাধ্যমে পবিত্র কুরআন শরীফের প্রচার ও প্রকাশনা কার্যক্রম কর্মসূচি (০১/০৭/২০১১-৩১/১২/২০১২)	৭৪.১০	পবিত্র কুরআন শরীফের সূরা এবং আয়তসমূহ বাংলা ও ইংরেজীতে অনুবাদসহ ওয়েবসাইটে প্রদান করা হয়েছে।
১২.	জঙ্গিবাদ, সন্ত্রাস প্রতিরোধ ও সামাজিক সমস্যা সমাধানে ইসলাম কর্মসূচি (০১/০৭/২০১০-৩০/০৬/২০১২)	৫৩৪.৭০	কর্মসূচির আওতায় পুস্তক প্রকাশ ও বিতরণ,সভা,সেমিনার আয়োজন এবং ফিল্ম নির্মাণ করা হয়েছে।
	চলতি প্রকল্প/কর্মসূচিসমূহ		
১.	মসজিদ ভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৫ম পর্যায়(১ম সংশোধন) প্রকল্প (১/১/২০০৯-৩১/১২/২০১৪)	৭৬৮৩৩.০০	প্রকল্পের আওতায় ২৪,০০০ প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কেন্দ্র, ১২,০০০ কোরআন শিক্ষা কেন্দ্র, ৭৬৮ বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্র এবং ১৫৩৬টি রিসোর্স সেন্টার দেশব্যাপী পরিচালিত হচ্ছে।
২.	ইসলামিক মিশন কমপ্লেক্স নির্মাণ (ফতুল্লা, নারায়নগঞ্জ ও ঝালকাঠি) প্রকল্প (০১/০৭/২০১১-৩১/১২/২০১৪)	১৫০০.০০	ঝালকাঠীতে ১টি হাসপাতাল এবং নারায়নগঞ্জে ১টি ইসলামিক মিশন নির্মাণ করা হচ্ছে।
৩.	ইসলামী প্রকাশনা কার্যক্রম প্রকঃ (০১/০৭/২০১২-৩০/০৬/২০১৪)	৭৭৫.৯০ (জিওবি ৫৭৫.৯০+রিভলভিং ফান্ড ২০০.০০)	৪৮২৭ ফরমেট বই মুদ্রণ ও পূর্ণ মুদ্রণ করা হচ্ছে
৪.	মসজিদ পাঠাগার সম্প্রসারণ ও শক্তিশালীকরণ প্রকল্প (০১/০৭/২০১২-৩০/০৬/২০১৭)	১২৪৭.৮৬	২,৫০০টি নতুন মসজিদ পাঠাগার প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে। প্রতি পাঠাগারের জন্য বরাদ্দ বই বাবদ ১০,০০০ হাজার টাকা এবং আলমারী বাবদ ২০,০০০ হাজার টাকা।
৫.	মন্দির ভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৩য় পর্যায়(১ম সংশোধন) প্রকল্প (০১/০৭/২০১০-৩০/০৬/২০১৪)	৭৭৬৯.৭২	প্রকল্পের আওতায় ৫,০০০ প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কেন্দ্র, ২৫০ বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্র দেশব্যাপী পরিচালিত হচ্ছে।
৬.	ওয়াকফ্ এস্টেটসমূহের ডাটাবেইজ প্রস্ততকরণ, আধুনিকীকরণ ও কম্পিউটারায়ন কর্মসূচি (০১/০৭/২০১১-৩১/০৩/২০১৪)	১৮০.৫২	কর্মসূচির আওতায় ওয়াকফ সম্পত্তিসমূহের তথ্য সংগ্রহ ও ডাটাবেইজ তৈরী করা হচ্ছে।